পারিবারিক বাইবেল পাঠ

আর পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, বরং প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহা-দিগকে মানুষ করিয়া তুল।

অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।

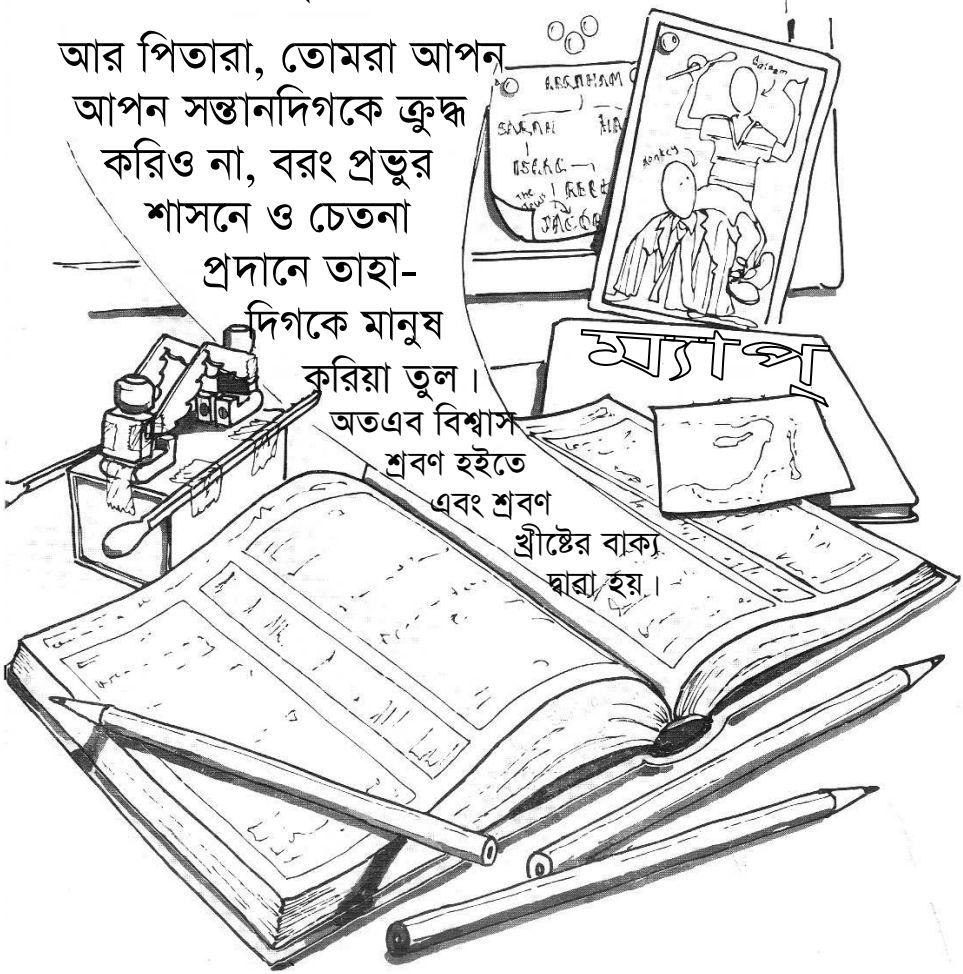

পারিবারিক বাইবেল পাঠ

Family Bible Reading

by Sally Jefferies

লেখিকা শ্যালী জেফরিসের এই লেখনীটি

©২০১১ সনে দি খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল ম্যাগাজিন এবং পাবলিশিং এসোসিয়েশন লিমিলেড,
৪০৪ স্যাফটমুর লেইন, বার্মিংহাম্ বি২৮৮এসজেড, ইউকে কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

২০১২ সনে উপযুক্ত পাবলিশিং কর্তৃপক্ষের সদয়
অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

বাইবেল বিবিএস কেরীভার্সন (পুনঃসংস্করণ) থেকে রেফারেন্স আকারে পদের
উল্লেখ করা হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (বিবিএস) সদয় অনুমোদন সাপেক্ষে।

মুখপত্র (Foreword)

লেখিকার ভাষ্য– আমি একটি বড়, ব্যস্ত, গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্ম নিয়ে, বেড়ে উঠেছি। সেই পরিবারে ৩টি কন্যা সন্তান, ছোট কন্যাটি যার কিছু মুদ্রাদোষ ছিল। সেটা ছিল, ডাউনসিনড্রোম এবং দুটি খুবই দুষ্ট প্রকৃতির যমজ ছেলে সন্তান ছিলো। সত্যিকার অর্থে সবদিক থেকেই আমদের পূর্ণতা ছিলো, জীবন যাপন ছিল পরিপূর্নতায় ভরা। সেখানে হয়তো বা অনেক কারনেই সকলে মিলে একত্রে বসে নিয়মিত বাইবেল পাঠ করা সম্ভব হয় না। যা হোক, সেই পরিবারে প্রতিটি বিষয়ই ঠিক সময় মত রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিনই শেষ হতো। কিন্তু বাইবেল পাঠ-যেটা কোন কারণেই, সেটা ফুটবল ম্যাচ, বা বাচ্চাদের স্কুলের বাড়ীর কাজ, বা নাচের প্র্যাকটিস যত জরুরীই হোক না কেন বা বাইবেল বক্তব্যের প্রস্তুতি, সান্ধ্যকালীন কাজ/কর্ম বা সামাজিক এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ফোনে কথা বার্তা কোন কিছুই নিয়মিত বাইবেল পাঠ করা কে বাধ সাধবে না। আমাদের মধ্যে যে কেউ একজন এই অভ্যাসের মিস্ করলে পিতামাতা তাকে খাবার টেবিলে বসতে দিতেন না। এই বিষয়টি আমাদের পরিবারে এত প্রচলিত নিয়ম ছিলো যে, আমরা কেউ প্রশ্ন করবার সাহস পেতাম না, যে কেন না খেয়ে থাকার শাস্তি দেওয়া হবে।

ঐ সব ঘটনা যখন ঘটতো বা পারিবারিক বাইবেল পাঠ সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় বেশীর ভাগ সময়ে সুখবর, সহজ, গ্রহনযোগ্য ছিল না। কোন কোন সময় আমাদের পিতা মাতা ভয়ঙ্করভাবে রেগে যেতেন। যদি আমরা বাইবেলের কোন পদ ভুল পড়তাম বা পাঠাংশ খুঁজে পেতে দেরী হতো। কোন কোন সময় আমাদের ভাইবোনদেরও বিভিন্ন কারণে একে অন্যের সাথে ভুল বোঝাবুঝি, রাগারাগি হতো। আবার এমন অনেক সময় আছে যখন আমাদের অভিভাবকরাই বাইবেল পাঠ থেকে বিরত রাখতেন যে, আমাদের সঙ্গ থেকে দূরে গিয়ে লক্ষ্য রাখতেন যে, আমাদের ব্যবহারে কোন ভাল পরিবর্তন আসে কিনা। আমার মনে আছে মাঝে মাঝে আমরা এমন সব বাজে আচরণ বা ব্যবহার করতাম যা কিনা আমাদের অবিশ্বাসী, অখ্রীষ্টিয়ান স্কুলের বন্ধু-বান্ধব ও আশেপাশের প্রতিবেশীদের সন্তানদের অশোভন আচরণকে হার মানতো। কিন্তু তারপরেও আমাদের অভিভাবক ধৈর্য্য হারাতেন না। আমাদের সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দিতে, তারা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমাতায় এবং পিতামাতা হিসেবে তাদের কর্তব্যে বলে মানতেন যে তাদের পরবর্তী বংশ ধরদের কাছে অপরিবর্তনীয়, সত্য ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়া।

বিষয়টি সত্যি যে, পারিবারিক বাইবেল পাঠ তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের জীবনে তেমন কোন শুভফল দেখা যায়নি বা সবসময়ই শান্তি, সুখময় মুহূর্তে কাটেনি আমাদের শিশু ও কৈশরের দিনগুলি। তবুও আজ এক বাক্যে স্বীকার করছি যে, পারিবারিক বাইবেল পাঠের উপকারিতা আমরা পরিবারগতভাবে বাস্তবে উপলব্ধি করছি বহগুন, কোন কোন ক্ষেত্রে শতগুন-অসংখ্যক যেটির লিষ্ট সম্ভব না প্রকৃত পক্ষে পারিবারিক বাইবেল পাঠের অভ্যাস পারিবারের সকলকে ঈশ্বরের প্রেমে তাঁর পথে একত্রে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। হয়তো বা পৃথিবীতে খুবই

কমসংখ্যক বড় পরিবার (সদস্য সংখ্যায়) সপ্তাহের প্রতিদিন আমাদের পারিবারের মত সকল সদস্য একত্রে অত সময় সহভাগীতায় ব্যয় করেছে। আমরা করেছি, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে ব্যয় করেছি তাই আমরা পরিবারের ভাল মন্দ একত্রে অংশী হতে, আত্মিকভাবে এক সহভাগীতায় বড় হয়েছি; একত্রে বাইবেল পাঠ শিক্ষার অভিজ্ঞতা নিয়ে, একত্রে প্রার্থনা করার শিক্ষা এবং ঈশ্বর তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের কি বলতে চাইছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া এবং একই সমাধানে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। এই সংযুক্ত বন্ধন কোন এক বিশেষ সময়ে ঢাল হয়ে শক্তি যুগিয়েছে জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে। জীবনে চলার পথে যখন কোন শস্কা, ভীতিকর অবস্থাতেও আমাদের সুনিশ্চিত ও শান্ত থাকতে সাহায্য করেছে, জীবনের সংকটময় ও দুঃসময়েও সান্তনা ও আশার বাণী হয়েছে।

বর্তমানে আমরা যখন আমাদের শিশুকালের দিকে ফিরে তাকাই তখন আমাদের পিতামাতার কাছে কৃতজ্ঞ হই আমাদের এই মূল্যবান জ্ঞানে বেড়ে উঠতে সাহায্য করায়, অমূল্য বাক্য শিক্ষা দেওয়ায়। ছোট বেলায় আমার মনে আছে ভাবতাম প্রকৃতিগত ভাবে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে যেমন অনান্য বিষয়গুলি একের পর এক শিখে যাচ্ছি ঠিক তেমনি বাইবেলের বিষয়গুলি এমনি এমনিই শিখবো। কিন্তু না, আমার সেই চিন্তা একেবারেই যে অমূলক ছিল, সেটি আজ আমি ব্যস্ত স্ত্রী, সন্তানদের মা হয়ে বুঝতে পারছি। একমাত্র বাইবেলের শিক্ষা আমরা কিছুতেই প্রকৃতিগত পেতে পারি না। এমনকি দুঃখের সঙ্গে বলছি, এমন কিছু ঘটনা আমি জানি যে, ছোটবেলা থেকে বাইবেল পাঠের অভ্যাস করেও জীবনে যখন পরিবর্তন আসে তখনই সেই বহুদিনের সংরক্ষিত অভ্যাস এক মুহুর্তেই হাওয়ায় উড়ে যায়।

আমাদের পরিবারের এবং অনান্য পরিবারের জন্য বাইবেল পাঠ কি প্রকারে কার্যকরী হবে এবং শুভফল বয়ে আনবে সেই বিষয়টি নিয়ে সবসময়ই এক উপায় খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছি অনেক দিন থেকেই। অনান্য পরিবারের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, প্রশ্ন করে জেনেছি তারা কিভাবে পারিবারিক বাইবেল পাঠকে ফলপ্রসু করেছে বা করছে। আমাদের স্বামী -স্ত্রী দুজনেরই পেশা শিক্ষকতা তাই দুজনেই প্রতি নিয়তই চিন্তা করেছি, বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছি যাতে করে একটি গঠনমূলক পাঠ তৈরী করতে পারি যেটি প্রতিটি খ্রীষ্টিয় পরিবারের জন্য কার্যকরী হবে। আমি যদিও এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই এবং গর্বও করি না যে আমার পরিবারকে আমি আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবার হিসেবে গড়েছি, তবে চেষ্টা করেছি, যথেষ্ট সফল হয়েছি। এটা সত্যি যে, একটি কৌশল সব পরিবারের জন্য একই রকম প্রযোজ্য নয়। তাই অনেক পরিবারেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করে চেষ্টা করেছি এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সন্তানেরা, নাতী-নাতনীরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে ভালবেসে তাদের জীবনধারনে সর্ব অভিজ্ঞতায় কাজে লাগিয়ে খ্রীষ্টিয় আদর্শবান হয়। যতই আমাদের প্রভুর আগমনের দিন তরান্বিত হচ্ছে আমরা ততই চারিপাশের কুটিল পৃথিবী দ্বারা আকর্ষিত হয়ে অন্ধকার ও কৃৎসিত জগতে প্রভাবিত হচ্ছি, তাই প্রত্যেককে উজ্জ্বল পথ দেখাতে আমাদের প্রদীপে যেন তেল ফুরিয়ে না যায়, ঠিক যেমন মিশরে ইস্রায়েলীয়রা তাদের ঘরের আলো নিভতে দেয়নি।

পারিবারিক বাইবেল পাঠ Family Bible Reading

কেন পারিবারিক বাইবেল পাঠ? (Why have Family Bible reading time?)ঃ-

"দেখ সন্তানেরা সদাপ্রভুর অধিকার, গর্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার"।
গীত ১২৭ঃ৩ পদ)

এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বাইবেলের উল্লেখিত মাত্র একটি পদ দিয়েই পারিবারিক বাইবেল পাঠ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তা প্রকাশ করা যায় নাকি, ঈশ্বর কর্তৃক আমাদেরকে সন্তান প্রদত্ত হয়, অন্যভাবে বলা যায় আমাদের সন্তানেরা আমাদের নয় বরং প্রভুরই। অতএব, প্রতিটি ঈশ্বরভক্ত পিতামাতার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ঈশ্বরভক্ত উপহারই (সন্তান) তাঁকে উৎসর্গ করা। তাই আমরা চাইবো তারা যেন ঈশ্বরের সন্তান হয়ে খ্রীষ্টিয় পরিবারের অংশী হতে পারে।

যাহোক বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃতিগতভাবে আমরা সকলেই আদম সন্তান এবং পুর্বপুরুষ দ্বারাই পাপে সংক্রমিত, দুভাগ্যবশতঃ সে সবকিছুই ঈশ্বরের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার বিপরীত। আমরা সম্পূর্ন মাংসিক, ঈশ্বর সম্পূর্ন পবিত্র, আত্মিক। প্রকৃত অর্থে আমাদের সন্তানেরা আমাদের ও এই স্বভাবের ভাগীদার। তারা প্রাকৃতিক অর্থে অবাধ্য, প্রকৃতিগতভাবে অপূরণীয় চাহিদা সম্পন্ন। আমাদের প্রতিটি পিতামাতারই দায়িত্ব কর্তব্য তাদের শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ঐ সকল স্বভাবজাত আচরনসমূহকে শুধরাতে শিক্ষা দেওয়া ও সাহায্য করা , যাতে করে তাঁরা নত, নম্র, বাধ্য হয়, ভাগ দিতে শেখে, স্বার্থহীনভাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারা, বিভিন্ন জনকে সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ইত্যাদি ইত্যাদি আদর্শগত গুনাবলীসম্পন্ন হয়। এরপরও ঈশ্বরভক্ত পিতামাতা হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ ঈশ্বরের পছন্দ অনুযায়ী করে আমাদের সন্তানদের গড়ে তোলা। জাগতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত হবার সুযোগ ও সাহায্য করার সাথে সাথে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানদান এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রস্তুত হতে, সুসমাচার বিষয়ক সবরকম শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সাহায্য করতে হবে। "বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দেও, সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না।" (হিতোপদেশ ২২ঃ৬ পদ।)

এই ব্যাপারে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হবে, এবং প্রত্যেকটিই আমাদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের সন্তানগণই "মাংসিক স্বভাবের তা নয়। কিন্তু জগতের বেশীর ভাগ বিষয়ই, ঘটনাই দুষনময়, কলুষিত, বিকৃতভাবে আকর্ষন করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া পিতামাতা হিসেবে আমাদের নিজ নিজ মানবীয় প্রকৃতির দ্বারা আমরা কোন একটি অঘটনকে আরও ঘোলাটে করে তুলি ক্রমশ। তাই এক বাক্যে আমাদেরকে অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যে, একমাত্র আত্মিক বাক্যই মাংসিক স্বভাব নিবারনের ঔষধ। বাইবেলের ইব্রীয় পুস্তক ৪ঃ১২ শিক্ষা দেয় " কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত, কার্যরিক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ----।" এই বাক্য আমাদের চরণের প্রদীপ এবং জীবনের পথের আলো"। এই আমাদেরকে গেঁথে তুলতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দয়াধিকার

দিতে সমর্থ (প্রেরিত ২০ঃ৩২) গীত রচয়িতা যেমন তাঁর গীতে বলেছেন "যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে? আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানদের ঈশ্বর সম্পর্কে এবং তাঁর ভালবাসা ও পথ সর্ম্পকে অবহিত করবো? (গীত ১০৯ঃ৯-১১) গীতসংহিতা আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরও বলে দেয়, "তোমার বাক্য অনুসারে সাবধান হইয়াই করিব" "তোমার আজ্ঞা-পথ ঘুরিয়া বেড়াইতে দিওনা।" এভাবে আমাদের সন্তানেরাও যেন বলতে পারে- তোমার বচন আমি হৃদয় মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।"

তথাপি আমরা মানবীয় প্রকৃতির কাছে হার স্বীকার করে নিজেরাই নিজেদের মনের ভাব, প্রশ্ন তুলি সত্যিই কি ঈশ্বরের বাক্য পরিবারের সকলকে শান্তিতে এবং জগতের সকল কলুষিতকে দূরীভূত করতে প্রভাব রাখে। এই প্রকার চিন্তা হয়তো প্রথমে সন্তানদের মাথায় আসে, যারা স্কুলে, কলেজে পড়াশুনা করে, ক্লাশে দেওয়া যথেষ্ট বাড়ীর কাজও করে, পারিবারিক বাইবেল পাঠকে সম্মান দিয়ে যোগ দেয়, সান্ডেস্কুলের পাঠ রীতিমত করে, তাদের জন্য কি প্রকৃত বাইবেল শিক্ষা জরুরী। এটি অবশ্যই সত্যি যে, বাইবেল শিক্ষার মূল্য কতটুকু সেটি পরিবারই উত্তম শিক্ষা দিতে পারে, তারপরেও তা যথেষ্ট নয় একটি সন্তানকে প্রভাবিত করতে, ঈশ্বরের পথে চলতে, অনুপ্রানিত করতে।

বিষয়টি এভাবে চিন্তা করা যাক স্কুলের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই আশা করে টিচার এর কাছ থেকে তারা গণিত, ইংরেজী, বিজ্ঞান চর্চ্চা করে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করবে কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা উল্টো ফলই পায়। টিচার হয়তো সপ্তাহের একটি দিন গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দেন এবং সপ্তাহের বাকী কয়টিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা করে সময় কাটাতে হয়, স্কুলের ছুটিরও সময় হয়ে যায়। একদিকে টিচারের অবহেলা, অলসতা অপরদিকে ছাত্রছাত্রীদের অমনোযোগীতা, অসচেতনতা এসব কিছুর কারণেই হয়। ঈশ্বর দ্বিতীয় বিবরন ৬ঃ৬-৭ পদে আমাদের আদেশ দিয়েছেন-

> "আর এই সকল আজ্ঞা আমি তোমাদের করিতেছি তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক, আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানদিগকে এই সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে এবং- কথোপকথন করিবে।"

সন্তানদিগকে শুধুমাত্র আহার সময়কালীন ধন্যবাদ দেওয়ার অভ্যাস ছাড়াও যত্নসহকারে রাত্রীকালিন প্রার্থনা বাইবেলের শিক্ষা বা উপদেশমূলক ঘটনা, গল্পকারে শিক্ষা দেওয়া পিতার-মাতার কর্তব্য। জাগতিক পিতা-মাতা যেমন তাদের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করে, ঠিক তেমনি বিশ্বাসী পিতা-মাতারও উচিৎ তাদের সন্তানদের উত্তমতর শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। প্রায় সময়ই দেখা যায়, জীবন এবং জগতে প্রতিষ্টিত হবার জন্যে প্রত্যেক পিতামাতাই তাদের সাধ্যমত শ্রেষ্ঠ স্কুল, কলেজ থেকে সন্তানদের উচ্চ ডিগ্রী গ্রহন করতে সবরকম সাহায্য সহযোগীতা করে থাকে। সামাজিক পর্যায়ে উত্তম হতে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক বিষয়ে দক্ষ হতে সবরকমই মূল ভিত অর্থাৎ অনন্ত জীবন লাভের শিক্ষা ও চর্চ্চা এবং পরিবারের দুঃসময়ে সান্তনা যোগাবার মূল বিষয় সর্ম্পকিত ব্যাপারটি অবহেলিত হয়।

জীবনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট অন্তনিহিত বিষয়টি কি গুরুত্ব সহকারে, যত্নপূর্বক আমরা তাদেরকে শেখাচ্ছি? ঈশ্বরের বাক্য জানা, শেখার থেকে তারা কি জগতের শিক্ষায়, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চায় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে?

দ্বিতীয় বিবরণ ৬ অধ্যায় আমাদেরকে বলে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনের অন্যতম অংশ হওয়া উচিৎ, ঘরে, বাইরে, সকালে, বিকালে, রাতে এবং তাঁর বাক্যেও কথোপকোথন অতি উত্তম, সবকিছু থেকেই মনকে প্রশান্তি, ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মোকাবেলায় শক্তি যোগাতে অতি উত্তম। ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন কিভাবে বাইবেল পাঠ করতে হবে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩১ঃ১২,১৫

> "তুমি লোকদিগকে পুরুষ, স্ত্রী, বালকবালিকা ও তোমার নগর দ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী সকলকে একত্র করিবে, যেন তাহারা শুনিয়া শিক্ষা পায় ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করে এবং এই ব্যবস্থার সমস্ত আদেশ যত্নপূর্বক পালন করে"।

অনেকগুলির মধ্য একটি বিশেষ প্রধান উপকারীতা বাইবেল পাঠের মধ্যে দিয়ে তা হচ্ছে বাইবেল পাঠের মান দিন দিন উত্তমতর হয়েছে। তারপরও কথা থাকে যে সব পরিবার খাবার সময় প্রার্থনা, পাঠের সময় নির্ধারণ করে তাদের হয়তো কোনদিন তড়িঘড়ি করে শেষ করতে হয় কারণ খাবার টেবিলে খাবার ঠান্ডা হতে থাকে। আবার যেসব পরিবার সকালে পারিবারিক পাঠ, প্রার্থনার সময় নির্ধারণ করে তাদের মধ্যে পরিবারগতভাবেই বেশ উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, তারা লক্ষ্য করে যে, বিভিন্ন বিষয়, লোকদের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ আসে তারা সে সকল বিষয় উল্লেখ করতে প্রায়ই ভুলেই গিয়েছিল। এমনকি অনেক প্রার্থনার উত্তর ইতি মধ্যেই পাচ্ছে, বাইবেল পাঠেও মনোযোগী হতে পারছে সব সদস্যরাই। এই সব পরিবার অনান্য প্রতিবেশী এবং পরিবারকে উৎসাহিত করছে অপরদিকে। তারা শুধু ঈশ্বরের সাথে কথাই বলছে না তাঁর কথা শুনছেও।

আরও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, পারিবারিক, এককভাবে যে কোন সময়ই পারিবারিক বাইবেল পাঠের গুরুত্ব বা এর শিক্ষা কাজে লাগতে পারে। অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, যে, আমাদের জীবনে কোন রকম দুঃসময় আসা ছাড়া আমরা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিনা, আসলে সেটি হওয়া উচিৎ নয়, প্রার্থনা করা, প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে প্রতিনিয়ত অভ্যাস হওয়া উচিৎ। প্রতিটি পরিবারেই যে কোন সময়ই যে কোন রকমই বিপদ আপদ, দুঃসময় আসতে পারে তখন যেন দ্বিধামুক্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা আমাদের শক্তি ও মনোবল দৃঢ় রাখতে একমাত্র সাহায্যকারী হয়। আর যদি আমরা পারিবারিক বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনায় অভ্যস্ত না হই তাহলে যে কোন কঠিন বা দুঃসময়ে আমরা, আমাদের সন্তানেরা সকলেই মানসিক বিপর্যস্ত, ভারসম্যহীন, দ্বিধাদ্বন্ধে দিনাতিপাত করবো, ঈশ্বরের কাছে সাহায্য উদ্ধার চেয়ে হয়তো অবিরত কেঁদে যাবো, কিন্তু বাইবেল পাঠের মধ্যে দিয়ে তাঁর দেওয়া সান্তনা অথবা আমাদের প্রার্থনা, প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবো না। এই বিষয়ে গীত রচয়িতার সান্তনা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে, (গীত ১১৯ঃ১০৫) "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, চলার পথের আলো।

চিন্তা করা যাক, যীশু খ্রীষ্ট কতখানি অর্থাৎ সারাজীবনই পিতা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভর করেছেন। সেটা তাঁর জীবনে পরিক্ষীত হবার সময়ে, অথবা কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে অথবা দুঃসময়ে সান্তনা পেতে এমনকি নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে যাবার পূর্ব মূহুর্তে নিজেকে শক্ত মনোবলে, পরিপক্ব করতে তাঁকে ঈশ্বরের বাক্যের শরনাপন্ন হতে দেখা যায়। গীত ২২ অধ্যায় ব্যাখা দেয় যীশুকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দুঃসময়ে শারিরীক ও মানসিক ভারসম্য বজায় রাখার মধ্য দিয়ে তিনি কতখানি শান্ত ও নিশ্চিত ছিলেন।

আমাদের প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা যেন, আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের মন ও চিন্তাধারাকে প্রস্তুত করে তুলি যে কোন বিপদে, কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হই। এছাড়াও প্রতিদিনের স্বাভাবিক ধারাবাহিক জীবন যাপনে যেটি সঠিক এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারন না করে সেই কাজটি বা সেই বিষয় সম্পর্কে সচেতন রাখতে সাহায্য করে পারিবারিক বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা। এটি আমাদের ঘরকে পাথরের শক্ত ভিতে দাঁড় করাতে সাহায্য করে, তাই যখন ঝড় বৃষ্টি (রূপক অর্থে) আমাদের আঘাত করে তখনও সেই ঘর নড়ে না অর্থ্যাৎ পরিবারের সকলে একত্রে থেকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে, ঐ পারিবারিক পাঠের অভ্যাসটি আমদের সান্তনার কাজ করে, মনোবল দৃঢ় রাখে।

পাঠের শুরুর সময় থেকে পিতামাতা এবং বড় সদস্য সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এই পাঠ শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক, দায়সাড়া না হয়ে আন্তরিকতা ভক্তি দিয়ে মনোযোগ সহকারে যেন হয়। আমাদের স্মরন রাখতে হবে যে, কোন ব্যবসায়িক লাভের জন্য বা বাইবেলে উচ্চ ডিগ্রী ধারণ করার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের বাইবেল পাঠের অভ্যাস করছি না। অনেকেই বলবে জ্ঞান কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত তার কোন মূল্য নেই, সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের সন্তানেরা বাইবেল সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা পাচ্ছে আর আমরা আমাদেরকে ঈশ্বরেতে বৃদ্ধি করতে যা শিখেছি বা শিখবো তার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। যাহোক, কার্যকরী না করে এককভাবে জ্ঞান লাভ ঠিক নয় বিষয়টি সবসময় সত্য নয়। প্রায়ই হয়তো আমাদেরও মনে উঠতে পারে বেশী জ্ঞান হয়তো সমস্যা সৃষ্টি করবে। কারণ যখনই এই দুঃচিন্তাটি কেউ আমাদের মাথায় ঢোকাবে, আমাদের উচিৎ হবে এরকম পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা বা সীমাবদ্ধ রাখা। হিতোপদেশ শুধুমাত্র জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পুস্তক এবং খুবই পরিস্কার ব্যাখ্যা দেয় জ্ঞানী হওয়ার জন্য ঈশ্বরের বাক্য জানা অবশ্যই প্রয়োজন। হিতোপদেশের প্রথম এবং পরের কিছু অধ্যায় শুরুই হয়েছে এই বিষয় দিয়ে হিতো-২ঃ১০-১২

> "কেননা প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি ------ সেই সকল --- কুটিল বাক্য বলে।"

পৌল তিমথিয়ের কাছে ২য় পত্র লেখার সময় তাঁকে স্বরণ করিয়ে দেয় শেষকালের বিষম সময়ের বিষয়, এবং এর থেকে যেন আমারা আমাদের জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহন করি, যেন

কোন দুঃসময়ে আমরা দীর্ঘসহিষ্ণু ও বিশ্বাসে অটল থাকি, পৌল যেমনভাবে একই উপদেশ দিয়েছিলেন তিমথিয়কে। ২য় তিমথিয় ৩ঃ১৫---

> "আর জান তুমি শিশুকাল অবধি--- যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিশ্বাস--- জ্ঞানবান করিতে পারে।"

ঠিক এই বিষয়টি আমারা আমাদের সন্তানদের জীবনে দেখতে চায় যেন তারা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ সর্ম্পকে জ্ঞানবান হয়। "অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা" (রোমীয় ১০ঃ১৭)।

এই পদটি দ্বারা খুবই পরিস্কার বোঝা যায় যে, পরিবারগতভাবে আমাদের জন্য এবং সন্তানদের জন্য একত্রে বাইবেল পাঠ একান্ত প্রয়োজন, যত্ন সহকারে ধৈর্য্য দিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ, পাঠ থেকে মূল্যবান শিক্ষা যা কিনা প্রত্যেকের জীবনের জন্য, জীবনে চলার পথকে সুগম করার জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে এটি করবার জন্য উত্তম পথটি কি? বা কিভাবে করা যায়?। অনেক পরিবারই মনে করে আমরা যদি সন্তানদেরকে বাইবেল পাঠ নিয়ে বেশি নিয়মকানুন বা কড়া কড়ি করি তাহলে বাইবেল পাঠের যে আনন্দ তা হয়তো সন্তানেরা হারিয়ে ফেলবে, বিষয়টি অবশ্যই উদ্বিগ্ন করবে সকলকেই, তাই এমন একটি উপায় দরকার যাতে এই সমস্যার সমাধান হবে কারণ ঈশ্বরভক্ত হিসেবে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী তাঁর বাক্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান গ্রহন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্নের সঠিক সমাধানও প্রয়োজন--- যেমন, ঠিক কোন বয়স থেকে পাঠ শুরু করা প্রয়োজন? এক একদিন বা প্রতিদিন কতটুকু পাঠ বা কয়টি অধ্যায় পাঠ করা উচিৎ?? আমরা কি খ্রষ্টাডেলফিয়ানদের বাইবেল পাঠের চার্ট অনুসরণ করবো? কিভাবে আমরা নিশ্চিত করবো যে আমাদের সন্তানদের পাঠ থেকে বাদ না পড়ে? কোন ভার্সনের বাইবেল আমাদের পাঠের জন্য উপযুক্ত হবে? এটি অনস্বীকার্য যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর তত সহজ নয় এবং প্রত্যেক পরিবারের জন্য একই রকম হবে না। তবে বিষয়টি তখনই কার্যকরী হবে যখন আমরা সবরকম অসুবিধা বিবেচনা করবো, সমাধান খুঁজতে পারবো এইভেবে যে, কেন আমরা বাইবেল পাঠের অভ্যাস করবো এবং কে এর দ্বারা উপকৃত হবে, কারাই বা এর সুফল লাভ করবে।

কখন বা কোন বয়স থেকে সন্তানদের বাইবেল পাঠ শুরু করা উচিৎ ?
When to Start?

প্রথমতঃ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক যে, বাইবেল পাঠ শুরু করার ঠিক বয়স কোনটি? যুক্তি দেখিয়ে অনেক পরিবারই হয়তো বলবে ছোট্ট বয়স থেকে বাইবেল পাঠ অভ্যাস করাটা অসম্ভব ব্যাপার। এই সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষিন আমেরিকার একজন সন্তান সম্ভবা খ্রীষ্টেতে বোনের মন্তব্য-আমার স্বামী আমার পেটের সন্তানকে উদ্দেশ্য করে পেটের দিকে লক্ষ্য করে আমাদের সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতো, আমরা যখনই বাইবেল পাঠ প্রার্থনা করতাম, তাকেও শোনাতাম, আমরা দুজনেই বিশ্বাস করতাম, উত্তম পথে বাইবেলের ঘটনা যীশু খ্রীষ্ট সর্ম্পকে

জানার জন্য যত শ্রীঘ্র সম্ভব পরিবারের সকলে মিলে বাইবেল পাঠের অভ্যাস এবং একটি নূতন পরিবারের জন্য ভালবাসার বন্ধনে পরিবার শুরুর এটিই সঠিক পন্থা।

আমরা অনেকেই হয়তো ভাবতে পারি বিষয়টি কিছুটা রোমান্টিক ধরনের। যাই হোক না কেন একটি নৈতিক বিষয় এই ঘটনায় পরিলক্ষিত হয় যেটি কিনা প্রতিটি পরিবার বিশেষত নূতন পরিবার গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন-একত্রে বাইবেল পাঠের অভ্যাস। ঠিক যেভাবে আমরা প্রথম সন্তনকে জাগতিকভাবে বিভিন্ন বস্তু দিয়ে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হই। সন্তান জন্মবার পর পরই আমাদের অনুধাবণ করতে হবে, যে এখন থেকে আমরা আমাদের জীবনের সাথে আরও একটি নূতন জীবনের দায়িত্বভার, অর্থাৎ তাদেরকে সঠিক পথে গড়ে তোলার ভার নিতে হবে। বেশীর ভাগ পিতামাতাই স্বীকার করেন যে, সন্তানদের লালন পালন করতে গিয়ে তাদের জীবন যাত্রা প্রণালীতে, প্রতিদিনের কাজ কর্মে, চলনে, বলনে ঈশ্বরের কাজে ব্যক্তি হিসাবে কতটুকু শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি সবকিছুতেই সতর্কতার সঙ্গে সাবধান দৃষ্টি দিতে হয়েছে। আর এতে করে সন্তানরাও একইরকম মূল্যবোধ, আদব কায়দা, নিয়ম শৃঙ্খলা, ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বভাব চরিত্র গঠণের প্রয়াস পেয়েছে একই পরিবারভুক্ত সদস্য হিসেবে।

ঠিক একই আদর্শ অনুযায়ী সন্তানেরা বাইবেল পাঠেরও চর্চ্চা করবে খুবই সাধারণভাবে তারা পারিবারিক বাইবেল পাঠের অভ্যাসকে স্বাগত জানাবে, যেমন করছে খাওয়া ও ঘুমানোর অভ্যাসকে। অনেক পিতামাতাই স্বীকার করবে, যে, কিছু কিছু সন্তানেরা সহজে বাইবেল পাঠে যোগ দিতে প্রতিদিন স্বাছন্দবোধ করে না, বা যোগ দিতে না হয় সেকারণে বিভিন্ন অজুহাত, বাহানা করে। যাইহোক না, সন্তান যখন খেতে চায় না বা ঘুমাতে চায় না তখন পিতামাতা যে কোন উপায় বা ব্যবস্থা করে তাদেরকে সে সব বিষয় করতে সাহায্য করে ঠিক একইভাবে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়া প্রতিটি সন্তানই যেন পারিবারিক বাইবেল পাঠে অংশ নেয় সেই বিষয়টিও পিতামাতাকে স্বাভাবসুলভভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, লেখিকার ভাষ্য অনুযায়ী একটি পরিবারের ছোট সন্তানটি আলু ভর্তা ছাড়া কোন শাকসবজিই খেতে চায়না, তখন তার পিতামাতার কি করা উচিৎ, শুধু আলুভর্তা এবং শাকসবজির পরিবর্তে মিষ্টি দেওয়া নাকি লুকিয়ে আলুভর্তার মধ্যে সবজি নরম করে ভর্তা করে মিশিয়ে দেওয়া উচিৎ যাতেকরে দুটি খাবারের পুষ্টি সন্তানটি পায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আলাদা আলাদাভাবে দুটি খাবারই খায় উৎসাহ দিতে খাবার পর চাহিদামত মিষ্টিও দেওয়া উচিৎ। ঠিক একই রকম ভাবে, বাইবেল পাঠে যাতে করে প্রতিটি সন্তানই যোগ দেয়, স্বাভাবিক অংশীদারীত্বে আনন্দ পায় সেদিক আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে, আশাকরি আমাদের সন্তানেরা পারিবারিক পাঠে যোগ দিয়ে, আমাদের পাঠ শোনে, আলোচনা শোনে, কোন কোন দিন হয়তো বেশী সময়ও ধৈর্য্য ধরে বসে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি তারা না যোগ দেয় তাহলে কি হবে?। আমাদেরকে অবশ্যই নূতন কিছু উপায় চিন্তা করতে হবে।
যেমন-

- ✓ যতক্ষন পর্যন্ত সন্তানেরা শান্ত হয়ে বসে বাইবেল পাঠে মনোযেগ দেয় ততক্ষন সময় এবং সেই সময় সীমা আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে তাদের শান্ত মনোযোগ ধরে রাখা যায় যে পর্যন্ত।
- ✓ একেবারে ছোট বাচ্চা যারা পড়তে পারে না তাদেরকে প্রয়োজনে শব্দ না হয় এমন কোন খেলনা ধরিয়ে দিতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত আমরা বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনা শেষ না করি।
- ✓ আরেকটু বড় বাচ্চাদের যে কোন ছবির বই বা বাইবেল এর ছোট ছোট গল্পের সাথে ছবির বই দিতে হবে যাতে করে তারা বই পুস্তক সর্ম্পকে পরিচিত হতে পারে, যতক্ষন না আমরা পাঠ শেষ করি।
- ✓ যে সব বাচ্চারা পড়তে শিখেছে, পিতামাতার যে কেউ একজনের সাথে বাইবেলের কোন একটি পদ লাইনের পর লাইন, শব্দের পর শব্দ, এমনিকি অক্ষরও আওড়িয়ে সন্তানকে পড়তে উৎসাহ দিতে হবে যেটা তাদের ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য প্রয়োজন হবে। (বাড়ীতে যদি কোন অতিথী আসে আর তখন যদি সন্তানেরা পড়তে না চায় জোর করার দরকার নেই)।

আর একটি পদ্ধতি আছে সহজই, যদি পিতামাতারা মনে করে যতদিন বাচ্চারা পড়তে না শেখে ততক্ষণ তাদেরকে পারিবারিক বাইবেল পাঠে বসাবেন না, ছোট, বাচ্চাদের জন্য বাইবেলের গল্পের বই এবং সান্ডেস্কুলের বই-ই তাদেরকে উপযুক্ত বাইবেল শিক্ষা দিতে পারে। উন্নতমানের বাইবেলের গল্পের বই অবশ্যই আমাদের সন্তানদের আত্মিক শিক্ষায় সাহায্য করতে পারে, তবে এ বিষয়ে অবশ্যই কিছু ক্ষতিকরও দিক অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ✘ সন্তানদের সরাসরি বাইবেলের বিষয়সমূহের সঙ্গে পরিচিত করতে যাওয়াটায় সকল বয়সের বাচ্চাদের পক্ষে বুঝতে পারাটা একটু কঠিন হবে।
- ✘ বাইবেলের গল্পের বই বাচ্চাদের জন্যে বাছাই করার সময় খুবই সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। কিছু কিছু বই বাইবেলের সত্য তথ্য থেকে অনেক পার্থক্য তবুও কিছু কিছু গল্প/কাহিনী বাচ্চাদর মনে গেঁথে থাকে।
- ✘ পিতামাতার যদি বিভিন্ন বয়সের সন্তান থাকে তবে সব থেকে বড় সন্তানটি পারিবারিক বাইবেল পাঠে যোগ দিতে পারে।
- ✘ আমরা আমাদের সন্তানদেরকে অনিচ্ছিাকৃতভাবে এই ধারণা দিচ্ছি না যে বাইবেলের গল্পের বই বাইবেল থেকে উত্তম, সর্তক হতে হবে।
- ✘ আমাদের পারিবারিক বাইবেল পাঠে তাদের সঙ্গ হারাচ্ছি যেটি কিনা সুসম পরিবার হিসেবে সুসম ভবিষ্যৎ গড়তে একান্তভাবে প্রয়োজন, লক্ষনীয় বিষয়।

কোন সময় বাইবেল পাঠ করা উচিৎ? (When to Read?)

প্রতিটি পিতামাতা এবং অভিভাবক এক বাক্যে স্বীকার করবে যে, নিদিষ্ট একটি সময় বা কোন কোন সময়ে বাইবেল পাঠ করবে সেটি নির্ধারিত করতে হবে পূর্ব হতেই যাতে করে পরিবারের সকলেই সচেতন থাকে সময় সম্পর্কে। অনেক পরিবারেই পারিবারিক বাইবেল পাঠকে দু-তিন বারে ভাগ করে পড়ে সমাপ্তি করতে ইচ্ছুক, সুবিধাজনক মনে হয় এই পদ্ধতি, সকালে হয়তো ছোট অংশ, সন্ধার পর বড় অংশ, কিছু আলোচনা করা সম্ভব। যাই হোক, একবার, দুবার বা তিনবার যে কয়বারই আমরা বাইবেল পড়িনা কেন অবশ্যই পূর্ব থেকে নিদিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রাখা উচিৎ পারিবারিকভাবে, তা না হলে প্রতিদিনই দেরী হবে বাইবেল পাঠ শুরু করতে। ঠিক আছে আজ নয়, আগামীকাল অবশ্যই সকলের সুবিধামত সময়ে পাঠ করবো, এই না সেই গাফলতি হতেই থাকবে অথবা অন্য কোন কাজের প্রয়োজনীয়তা আগে আসবে। খেয়াল রাখতে হবে আমাদের উত্তম প্রয়াস এবং ইচ্ছার বিনাশ হরহামেশা যেন না ঘটে, কদাচিৎ বিফল হতে পারে।

প্রতিটি পরিবারকে তাদের কাজের ধরণ, স্কুলের, কলেজের সময়, বাড়ীর কাজ, অনান্য প্রয়োজনীয় প্রতিদিনের কার্যক্রম সবদিক বিবেচনা করেই পারিবারিক বাইবেল পাঠের সময় নির্ধারণ বা পরিববর্তন করা উচিৎ। এ ব্যাপারে সবসময়ই বেশ কিছু চিন্তা ভাবনা করে, সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ।

প্রথম বিষটি সকালে (First thing in the morning)

“বাইবেল পাঠ না হলে, সকালের নাস্তাও না”, নিউজিল্যান্ডের একটি বড় পরিবারের সিদ্ধান্ত। পরিবারের সকল সদস্য টিনএজ থেকে শুরু করে ছোট্ট বাচ্চাটি পর্যন্ত একত্রিত হয়েছে কিছুই না খেয়ে। আরেকটি পরিবারের সন্তানেরা সকালের খাবার আগে দিয়ে পিতামাতার সঙ্গে তাদের শোবারঘরে একোত্রিত হয়ে বাইবেল পাঠে অংশ নেয় এবং তারপর পিতামাতা তাদের বাইবেল পাঠ বা ধ্যান, প্রার্থনা চালু রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানেরা নাস্তার টেবিলে নাস্তা খাওয়াতে ব্যস্ত থাকে, “মনুষ্য কেবল রুটিইে বাঁচে না!” এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখে।

উপকারিতা (Benefits)

- ✓ হয়তো বা সকালে সকল সদস্যরা একত্রে এবং শান্ত মানসিকতায় থাকে।
- ✓ মন শান্ত থাকার কারণে বেশীরভাগ লোকই সহজেই অনেক কঠিন বিষয় বুঝতে পারে।
- ✓ বাইবেল পাঠ দ্বারা যে কোন কঠিন বার্তা মনে গেঁথে যায়।

যেমন – first things must come first

সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি (Potential disadvantages)

- ✘ অনেক পরিবারের কর্তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য আয়ের ব্যবস্থা করতে অনেক দূরে কাজে যাওয়ার জন্য খুব সকালে ঘর থেকে বের হতে হয়।
- ✘ বেশীর ভাগ পরিবারের জন্য সকালে স্কুল, কলেজ, অফিসে যাবার ব্যস্ততা থাকার কারণে পাঠও ব্যস্ততার মধ্যে সারতে হয়, যেটা খুব একটা কার্যকরী হয় না।
- ✘ টিনএজরা হয়তো তাদের প্রয়োজনেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে কিন্তু বয়স্ক/বৃদ্ধরা এবং ছোট বাচ্চারা হয়তো সকালে ঘুম থেকে ওঠে না।

সন্ধ্যার সময় (In the evening)

ঠিক রাতের খাবারের আগে বা পর পরই বেশীর ভাগ পরিবারই সঠিক সময় বলে মনে করে, অবশ্যই কোন না কোন সংযোগ আছে শারিরীক বৃদ্ধির খাদ্যের সাথে আত্মিক বৃদ্ধির খাদ্য। এটি সত্যিই প্রশান্তিকর বিষয় যে, পরিবারের সকলে একত্রিত হয় খাবার প্রয়োজনে, একে অন্যের সঙ্গে সারাদিনের কাহিনী, ঘটনা শেয়ার করে মজা করার পর-অবশ্যই কিছু সময় নিভৃতভাবে ঈশ্বরের জন্য - বাইবেল পাঠ, আলোচনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেটি একটি বড় ব্যস্ত পরিবারের জন্য একটু কঠিনই বৈকি।

উপকারিতা (Benefits)

- ✓ সারাদিনে এই একটি সময় যখন পরিবারের সকলে হয়তো কিছুটা অবসর সময় পায়।
- ✓ সারাদিনের ছোট খাটো মজার বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঘটনা, ভাইবোনের মনমালিন্য, আদর, সোহাগ পারিবারিক সহভাগীতা সব কিছুকেই শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সমাধান ও সাহায্য কামনা করা।
- ✓ সন্ধ্যাকালীন কাজ কর্ম বা অনান্য ব্যাপার সকালের বিষয়গুলি খেকে কিছুটা হালকা থাকে তাই বাইবেল পাঠ, আলোচনা, শেখার, জানার সুযোগ ও সময় বেশী পাওয়া যায়।
- ✓ এই সময়টা কিছুটা অবসরের বিধায় বড় বা টিনএজ সন্তানদের স্বাভাবিকভাব যথেষ্ট সহযোগীতা এবং অংশীদারী হয়ে থাকে।
- ✓ ছোট সন্তানেরা হয়তো ঘুমাতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেউ হয়তো ঘুমিয়েও যায়, ঈশ্বরের বাক্য চিন্তা করতে করতে।

সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি (Potential disadvantages)

- ✘ পরিবারের ছোট ছোট সন্তানেরা সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমাতে যাবার জন্য ব্যস্ত থাকে, বিশেষ করে তাদেরকে যদি বাবার কাজ থেকে দেরী করে ফিরে আসা পর্যন্ত বাইবেল পাঠের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তখন উচিৎ হবে তাদের মা তাদেরকে নিয়ে ছোট কোন

অংশ পাঠ করা এবং পরবর্তীতে অবসর সময়ে তাদের বাবা তাদের সাথে বসে সেই পাঠ বা অন্য পাঠ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে যাতে পরিবারের সব সন্তানেরাই বোঝে যে তাদের বাবা মা দুজনেই সমানভাবে বাইবেল পাঠকে গুরুত্ব দেয়।

সকল সদস্যের একত্রে বাইবেল পাঠের কি তেমন কোন গুরুত্ব আছে (is it worth while reading all together)

কোন কোন পরিবার হয়তো তাদের সুবিধামত একটি সময় বেছে নেয়ে পরিবারের সকলে একত্রে বাইবেল পাঠ করতে পারে, যা আরেকটি পরিবার হয়তো পারে না। সাধারণত: এমনটি হয়ে থাকে পরিবারে অভিভাবকেরা যে ধরনের চাকুরী বা আয়ের জন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। তাদের জন্য একটি উপায় যে, এমন ধরনের চাকুরী বা কাজ খোঁজা যাতে করে তারা কিছুটা সময় হাতে পায় (সব সময় ঐ ধরণের কাজ পাওয়া সম্ভবও নয়) এবং বাড়ী ফিরে অনান্যদের সাথে একত্রে বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা করতে পারে-অবশ্যই এটির যথেষ্ট গুরুত্ব, উপকারিতা যথেষ্ট, একত্রে পরিবারের সকলে খাবার খাওয়া এবং বাইবেল পাঠের ও প্রার্থনার মধ্যে অনেক বিরাজমান পার্থক দূরীভূত হয়।

একত্রে বাইবেল পাঠের অর্থ এবং মূল্য

- ✓ পিতামাতা দুজনেই প্রতিটি সন্তানকে সরাসরি আত্মিক শিক্ষা ও আলোচনায় অংশ নেয়।
- ✓ ঈশ্বরের বাক্য সরাসরি পরিবারের কেন্দ্রে বিরাজিত হয়ে সকলকে একত্রে একটি বন্ধনে যুক্ত রাখে।
- ✓ প্রতিদিন সকলে মিলে একটি মূল্যবান সময় একত্রে কাটানোর ফলে পরিবারটি সুসমভাবে গড়ে ওঠে।
- ✓ একে অন্যের সঙ্গে সরাসরি এবং উত্তমভাবে সংযোগ ও মত বিনিময়ের সুযোগ হয়।
- ✓ ছোট্ট বড় যে কোন পারিবারিক বিষয় ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে পর্যালোচনা ও সমাধানের সুযোগ থাকে।
- ✓ আমরা একে অন্যের সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হই।
- ✓ শিশু সন্তানেরা নিজেদেরকে পরিবারের অংশীদারীত্বে স্বাচ্ছন্দবোধ করে।
- ✓ পরিবারের যে কোন বিপদে, কঠিন সময়ে অথবা বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে একমাত্র বাইবেল পাঠের ও প্রার্থনার অভ্যাসই কিছু স্বস্তি ও সমাধান দিয়ে থাকে।
- ✓ অবশ্যই বর্তমান কুলষিত সময়ে, বিভিন্ন টেক্‌নিক্ আধুনিকতায় আকর্ষিত অনেক সন্তানকেই তাদের পিতামাতা সঠিকভাবে বাইবেল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হিমশিম খায় বা পারে না। এমন অনেক পিতা বা মাতা তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে বাইবেল পাঠে

বসতে হয় তাই হয়তো তেমন গুরুত্বর্পূণ পাঠ হয় না, কারণ স্বামী বা স্ত্রী দুজনেই হয়তো একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়, অথবা একজন আরাকজনকে সহযোগীতা করে না অথবা যে কোন একজনকে আয়ের, রুজির প্রয়োজনে পরিবারের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে হয় সপ্তাহে একবার বা মাসে দু'বার পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে সব পরিবারে ঐ ধরনের কোন সমসা নেই তাদের উচিৎ সুবিধামত, সময়ে সন্তানদের জন্য একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা চালিযে যাওয়া।

কি পড়বো - কোন ধরনের ভার্সন পড়া উচিৎ ?

(What to read - which version is best?)

এই প্রশ্নটির উত্তরটি একজনের সঙ্গে আরাক জনের বা একটি পরিবারের সঙ্গে আরাকটি পরিবারের উত্তর আলাদা হবে। সকলেই তাদের নিজ নিজ পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখাবে। তবে এটি অবশ্যই সত্যি যে, আমাদের নিজেদের কাছে যে ভার্সনের বাইবেল পাঠ সাচ্ছন্দ, বোধগম্য মনে হয় সেটিই আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য উপযুক্ত মনে করি। আরও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যে, ঈশ্বরের বাক্য শিখতে ও জানতে যে ভার্সনটি আমাদের উৎসাহিত করে সেটিই হচ্ছে প্রধান চাবিকাঠি উত্তম শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের জন্য। সবসময়ই আমাদের মাথায় রাখতে হবে কেন এবং কিসের জন্য আমরা বাইবেল পড়বো, তাহলেই সবরকম ভুল বা পতিত হওয়া থেকে আমরা দূরে থাকবো।

কেরী ভার্সন (Carey Version)

উপকারিতা (Benefits)

- ✓ যদিও এই ভার্সনটি গোষ্ঠীগতভাবে, এবং বেশীর ভাগ একলিসিয়াতে সম্মিলিতভাবে পাঠ করা হয়। সুতরাং আমাদের সন্তাননেরা যখন সান্ডেস্কুল বা মিটিং তাদের বাইবেল নিয়ে যোগ দেয় তখন তাদের জন্য সেই পাঠটি অনুসরণ করা সহজ হবে।
- ✓ যদি আমরা আমাদের বাড়ীতেও কেরী ভার্সন বাইবেল পাঠ করি এবং সকলেই যদি একই ভার্সনের বাইবেল ব্যবহার করি তাহলে সকলের পক্ষেই পাঠ এবং আলোচনায় সুবিধা হবে।
- ✓ আলাদা ধরণের, ক্যাবিক ভাষায় উপাস্থাপন ছেলেমেয়েদের মনে গেঁথে থাকে এবং সহজেই তারা যে কোন পদ মুখস্ত করতে পারে। তবে এটিও সত্যি যে, আমরা যতবেশী পড়বো আমাদের মস্তিকের ধারণ ক্ষমতা তত বাড়বে।
- ✓ সাধারণ বা বইয়ের ভাষা থেকে আলাদা কিছুটা পুরাতন ধরণের ভাষা, শব্দের ব্যবহার বাচ্চাদের মনে উৎসুকতা, পড়ার প্রতি আগ্রহ জাগায়।
- ✓ যদি পড়ার সময় তারা ভাষা ও শব্দ নিয়ে প্রশ্ন তোলে খুবই ভাল দিক সেটি।

সম্ভাব্য পতিত হবার বিষয় (Potential Pitfalls)

✘ অনেক পরিবারই ভাল মনে করে যে, পাঠকালীন সময়ে বাইবেলে দেয় ব্যাখ্যা বা সার সারসংক্ষেপ পড়তে হবে না কেরী ভার্সনের বাইবেলে। তবে এটিও ঠিক নয় সন্তানেরা কোন কিছুই না বুঝে শুধুমাত্র পাঠই করে যায়। যদি একান্তই আমাদের কেরী ভার্সন পড়তেই হয় তাহলে অবশ্যই বেশী সময় ধরে সন্তানদের জন্য সহজ ভাষায় ব্যখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে যে সকল অধ্যায় বা পদ একটু কঠিন।

সাধারণ ভাষার ভার্সন (Common Language Version)

উপকারিতা (Benefits)

✓ প্রতিটি আধুনিক ভাষায় লিখিত ভার্সনগুলিতে সহজ ব্যাখা পাওয়া যায়।

✓ ছোট বাচ্চারা পারিবারিক বাইবেল পাঠে যোগ দিয়ে বাইবেল পড়তে উসাহবোধ করে, এবং খুবই তাড়াতাড়ী পড়ে শেষ করতে পারে।

সম্ভাব্য পতিত হবার বিষয় (Potential Pitfalls)

✘ যদি আমাদের সন্তানেরা কেরী ভার্সন বাইবেল পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে বা থাকে তাহলে সত্যিকার অর্থে তারা অনেক ভাল বিষয় থেকে বঞ্চিত হবে, যেমন-কাব্যিক ছন্দ, নূতন নূতন উন্নত মানের শব্দ থেকে।

✘ আধুনিক ভার্সনে সাধারণত (কিন্তু সবসময় নয়) অনুবাদের সময় কিছুটা শব্দের, অর্থের, বাক্যের হেরফের হয়ে থাকে মূল বার্তা ঠিক রাখতে গিয়ে। আমাদের খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের জন্য অবশ্যই সঠিক তথ্য ও সত্য সমৃদ্ধ অনুবাদ প্রয়োজন।

✘ মূল অর্থ একই রেখে শব্দান্তর বা প্যারাফ্রেজের দ্বারা মনে হতে পারে যে, ক্ষনিকের জন্য, আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে, সত্যিকার অর্থে বাইবেলের মূল সত্য থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়, বেশীর ভাগ অনুবাদই জনপ্রিয় খ্রীষ্টিয় দর্শনে পরিপূর্ণ যে বিষয়গুলি ছোট বাচ্চাদের মনে ছবি হয়ে গেঁথে থাকে। এই অহেতুক বিষয় যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনেক পরিবারই কেরী এবং কমন ভাষার অনুবাদ দুটি ভার্সনকে তাদের পরিবারে এবং পারিবারিক পাঠে একত্রিভূত করেছে।

পাঠকগণ এবং বাচ্চারা যখন অর্নগল পাঠ করতে পারে তখন মিশ্র ভাষার বাইবেল পাঠ তাদের কানে পৌঁছানোর পর তারা মন দিয়ে শোনে এবং সহজে বুঝতে পারে, এছাড়া তারা আরও বুঝতে পারে যে, কোন বাইবেলের মূল অর্থ দূর্বল নয় এবং অতীতে মূল বাইবেলের অর্থ বুঝতে 'কনকরডেন্স' ব্যবহার করতে হতো এই বিষয়টিও বাচ্চাদের জানা জরুরী।

কতটুকু পাঠ বা অংশ পড়া উচিৎ (How much to read)

এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া কঠিন। এইটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাচ্চাদের বয়স, বোঝার ক্ষমতা, পড়তে সক্ষম সব কিছুর উপর। আমাদের অনেক পিতামাতারই একটি ভুল হয় যে, আমরা নিজেদের, মত বিবেচনা করে, সন্তানদেরকে বুঝতে চাই, তাই প্রথমতঃ আমাদের চিন্তাধারা বা বিবেচনায় নিশ্চিত হতে হবে যে, পারিবারিক বাইবেল পাঠ সুস্থ মন মানসিকতায়, শান্তভাবে পড়ার বিষয়, যেটাতে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দুটোরই ভালো দিক বা ফল আছে। তা না হলে আমাদের সন্তানদের মনেও খারাপ প্রভাব ফেলবে।

কোন কোন পরিবার সন্তানদেরকে প্রতিদিনের বাইবেল চার্ট থেকে তিনটি অধ্যায় পড়ার ব্যবস্থা করে, খুব অল্প বয়স থেকে কোন কোন পরিবার শুধুমাত্র একটি অধ্যায়, আবার কোন কোন পরিবার রিডিং চার্ট অনুসরণ না করে এক একটি পুস্তক শুরু করে এবং পুস্তকটির দুই একটি অধ্যায় যতক্ষন পর্যন্ত সন্তানেরা ধৈর্য্য নিয়ে পড়তে চায় বা থেমে থেমে বানান করে পড়লেও পড়ে, বা পড়ার মাঝখানে প্রশ্ন, আলোচনা সবকিছুই হতে পারে।

তিনটি অধ্যায়ই পড়া শুরু খুবই অল্প বয়স থেকে (Reading all three readings from a very young age)

উপকারিতা (Benefits)

- ✓ সন্তানেরা একই সাথে অনেক বিষয়ের সাথে পরিচিত হয় একই দিনে।
- ✓ তারা আমাদের মতই করে বাইবেলকে জানাতে পারে।
- ✓ তাদের আত্মিক বৃদ্ধির সহায়তায় বাইবেলের তিনটি অংশ থেকেই সুষম খাদ্য বা শিক্ষা নিতে সক্ষম হচ্ছে।
- ✓ পারিবারিক পাঠ যদি পরিবারের বয়স্ক এবং সন্তানেরা সকলে মিলে একই সাথে করতে অভ্যস্ত হয় তাহলে ফলপ্রসু হয়।
- ✓ অনেক সময় কিছুটা বয়স্ক সন্তানদের সঙ্গে বাইবেল পাঠের পর পরই, একটু ভিন্নতর পরিবেশ তৈরী করার জন্য অভিভাবকরা পাঠ করা আলোচনা ছাড়াও, বাস্তব জীবনযাপন সম্পর্কে, প্রকৃত জীবনের উৎস ও প্রবাহ সম্পর্কে, হোমসেকসুয়াল সর্ম্পকিত ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ সে সকল বিষয় নিয়েও আলোচনা করতে পারেন।

সম্ভাব্য পতিত হবার বিষয় (Potential Pitfalls)

- ✗ মানসম্পন্ন বাইবেল পাঠ থেকে পরিমান (কত বেশী পড়া উচিৎ) যাচাই হয়।
- ✗ হয়তো বা পাঠাংশ থেকে কোন প্রশ্ন বা বাখ্যা, আলোচনার ধৈর্য্য ও সুযোগ থাকে না, এটি অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

✘ প্রতিদিনের তিনটি অংশের বাইবেল পাঠের মধ্যে হয়তো কোন না কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ছোটদের জন্য প্রয়োজন বা প্রযোজ্য নয়।

এই ধরনের অসুবিধাগুলিকে এড়িয়ে চলার জন্য পিতামাতাদের উচিৎ সন্তানেরা বাইবেল পাঠকে কতটুকু উপভোগ করছে সে বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য রাখা যে পারিবারিক বাইবেল পাঠ কি শুধু একটি ধর্মীয় রীতি যেখানে সন্তানদের অসুখী, অনিচ্ছাকৃতভাবেও যোগ দিতে হয়, যেটা কিনা বাইবেল পাঠের কোন উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত না হয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশে রূপ নেয়, প্রয়োজনে এই পদ্ধতির কাঠামো বদলাতে হবে।

তিনটি পাঠাংশ থেকে একটি পাঠ (Doing only one of the three daily readings)

উপকারিতা (Benefits)

✓ এই সিদ্ধান্তটি খুবই উত্তম কারণ পরিমাণ না হয়ে গুন বা মানসম্পন্ন পাঠ সম্ভব।

✓ তিনটি পাঠ থেকে পিতামাতাকে সন্তানদের বয়স এবং বোঝার উপযোগী একটি পাঠ নির্ধারণ করা উচিৎ।

✓ পাঠের পর বেশ কিছু সময় নিয়ে পাঠ থেকে শিক্ষনীয় ও করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের সুযোগ থাকে।

সম্ভাব্য পতিত হবার বিষয় (Potential pitfalls)

✘ হয়তো বা প্রতিদিনের 'বাইবেল পাঠে' করতে হবে তাই করি সেটা যতটা কম সময়ে সম্ভব।

✘ অনেক পরিবারই হয়তো একই প্রকারের বাইবেল পাঠে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যেমন-নূতন নিয়মে, অপরদিকে বাইবেলের অন্যান্য অংশ বা পুস্তক না পড়ার কারণে সন্তানগণ সহ অন্যেরাও আত্মিকভাবে সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রতিদিনের বাইবেল চার্ট বাদ দিয়ে সেই দিনের জন্য প্রযোজ্য যে পাঠটি (Ignoring the Bible Companion and reading as much as fits the day)

উপকারিতা (Benefits)

✓ পিতামাতা যদি বাইবেলের কোন একটি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে পারিবারিক পাঠ শুরু করে তাহলে সন্তানদের পক্ষে ধারাবাহিকতা ও পাঠের গল্পাংশ, শিক্ষার কাঠামো বুঝতে সহজ হবে।

✓ পাঠের সময় প্রত্যেকেই প্রশ্ন ও আলোচনায় অংশ নিতে পারে।

- ✓ পিতামাতা এবং সন্তানেরা আত্মবিশ্বাসী হতে পারে যে তারা যে বিষয়টি পাঠ করে সেটি বুঝতে পারে।
- ✓ পাঠের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মান বা গুণ সম্পন্ন, বেশী পরিমাণ পড়ে শেষ নয়।

সম্ভাব্য পতিত হবার বিষয় (Potential pitfalls)

- ✘ যদি আমাদের পাঠের কোন সুষ্ঠ কাঠামো না থাকে (যেমন-একটি পুস্তক একই সময়ে) তাহলে হয়তো শাস্ত্রের প্রধান প্রধান বিশেষ অংশ বা অধ্যায় আমরা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো।
- ✘ এই প্রকার পাঠ দ্বারা আমরা কেউই সঠিক বা সুনিয়ন্ত্রীত আত্মিক খাদ্য পাবো না যদি কিনা আমরা একটি সপ্তাহ একটি মাত্র পুস্তক শেষ করতে কাটায়।
- ✘ পাঠাংশ হতে হয়তো প্রশ্ন বা আলোচনা হবে না যেটা কিনা একটু বয়স্ক সন্তানদের জন্য সন্তোষজনক হয় না। এর অর্থ যে, আমরা বাইবেল, পাঠ করে, অংশ বা অধ্যায় শেষ করাটাই প্রাধান্য দিচ্ছি ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বর সেই পাঠাংশগুলিতে আমাদের জন্য কি বলতে চান সেটা আমরা শুনছি না।
- ✘ বুঝতে সক্ষম এবং একটু বয়স্ক সন্তানগণ বেশীর ভাগই এই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা তাদের শিক্ষক বা পিতামাতা তাদেরকে যা শেখাতে চেষ্টা করে তা থেকে দূরে সরে যায় তাদের গ্রহন ক্ষমতা। তাই কখনও সন্তানদের শেখার জন্য বিষয়সূচি নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিৎ নয়।

যদি সন্তানদের শেখার সীবাবদ্ধতা থাকে তাহলে?

(What if our children have learning difficulties?)

উপরোক্ত সমস্যার মোকাবিলায় পারিবারিক বাইবেল পাঠকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে ফলপ্রসূ করতে হয়। যদি কিনা এই অসুবিধা বা ধীরে শেখার বিষয়টি প্রকট হয় তাহলে পরিবারের পিতামাতা এবং অভিভাবকদের এমন কোন চিন্তা বা ধারনা করা উচিৎ হবে না যে বাচ্চাটি পারিবারিক পাঠে বেশ সময় নেবে তাই তাকে বাদ রাখা উচিৎ, কারন এই সমস্যায় জড়িত (Dyslexia) বাচ্চাটির জন্য পাঠদান ও নেওয়ায় যে সব পদ্ধতি স্কুলে নেওয়া হয়ে থাকে, সেই প্রকার যত্ন নিয়ে বাচ্চাটিকে বাইবেল পাঠে উৎসাহিত করা উচিৎ পরিবারের সকলে মিলে। প্রভুর যীশুর মন্তব্য এবং লূক ১৬ঃ৮ পদের শিক্ষা হচ্ছে,--- সে বুদ্ধিমানের কর্ম করিয়াছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির সম্বন্ধে দীপ্তির অপেক্ষা বুদ্ধিমান?

এই জগতের বুদ্ধিমত্তা, ধূর্ততার কার্যক্রম থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন যেটা আমরা আমাদের সন্তান এবং তাদের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারি। সত্যি বলতে কি বেশীর ভাগ সন্তানদের অমনোযাগীতা, সল্প স্মরনশক্তি বা ধারণ

ক্ষমতা এবং অত্যাধিক চঞ্চলতা বা উদ্দীপকতার, কারণ হচ্ছে, অধিক সময় কম্পিউটারের গেম, টিভির অমূলক অনুষ্ঠান, অনর্থক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ইত্যাদি সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে বাইবেল পাঠে পারিবারিকভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানোর ব্যাপার সব সন্তানেরা সহজভাবে নেয় না, যত বয়স বৃদ্ধি হয় হতে পারে সমস্যা তত বেশী হওয়ার সম্ভবনা বাড়ে। সমাধান তাদের সহ তাদের পিতামাতাকেই করতে হবে সেই সাথে আমাদেরকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমরা যেন কখনই আমাদের অপারাগ সন্তানদের কাছ থেকে খুব বেশী বা তাদের সক্ষমতার বাইরে কোন কিছু করতে আশা না করি। আমাদের স্মরনে রাখা উচিৎ আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা উচিৎ শুধুমাত্র যে শুদ্ধ উচ্চারণ ও গড়গড়িয়ে রাজনীতির নেতা নেত্রীগণ অতি শুদ্ধ উচ্চারণে, সুমধুর স্বরে বাইবেল পড়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু সেটা ঈশ্বরের কাছে কতটুকু গ্রহনীয় এবং স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন কারণ ঐ বিষয়টি বেশীর ভাগ সময়ই লোক দেখানো কোন আত্মিকতা থাকে না। সুতরাং পিতামাতা এবং অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের প্রতি ধৈর্য্যশীল হতে হবে, সন্তানদের তাদের রিডিং পড়া নিয়ে সমালোচনা বা লাজ্জিত করা উচিৎ হবে না যখন কিনা তারা তাদের অক্ষমতাকে প্রাধান্য না দিয়ে পরিবারের সকলের সাথে একত্রিত হয়ে (ঈশ্বরের বাক্য) পাঠ করতে পারে কোন লোক দেখানো বা প্রতিযোগীতার জন্য নয়। যখন কোন শব্দ বা নাম উচ্চারণে ভুল করে তখন যত্ন সহকারে, মৃদু হাস্যে সন্তানদের ভুলটি শুধরাতে সাহায্য করুন কোন বিদ্রুপময় হাসি হেসে তাদের আগ্রহ বাধ সাধা উচিৎ নয়। "পিতারা, তোমরা আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়।" (কলসীয় ৩ঃ২১ পদ)

পাঠকালে সন্তানদের সচেতন করা উচিৎ তাদের অমনোযোগীতার বিষয়সমূহ, যার যার সন্তানদের জন্য তাদের উপযোগী বা গ্রহনযোগ্য অনুসারে পাঠ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে (সন্তানরাও যেন মেনে নেয়। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করতে তারা সক্ষম)। এতে করে পারিবারিক বাইবেল পাঠে প্রত্যেকেরই অংশ গ্রহন তাদের স্বীকৃত অনুসারে হবে, কোনরকম যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ কেউই বলতে পারবে না আমি এতটুকু পড়বো, ও ততটুকু পড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাইবেল পাঠ প্রতিদিনই চালু থাকতে হবে, যাতে পরিবারের সদস্যদের কাছে বাইবেল পরিত্যক্ত পুস্তক না হয়।

আমাদের বয়সী বা বৃদ্ধগণ যারা কখনই পারিবারিক বাইবেল পাঠ করেনি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করার ব্যবস্থা নেব? (What if we've already got older children and have never done this?)

শুরু করার বিষয়টি কখনই দেরী হচ্ছে বলা যাবে না। এটি এইভাবে চিন্তা বা মেনে নেওয়া উচিৎ যে, পরিস্থিতি হয়তো অনুকূলে ছিল না বা তারা নিজেদের ইচ্ছায় পারিবারিক বাইবেল পাঠে যোগ দেওয়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে অবশেষে বুঝতে পেরে পারিবারের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। অবশ্যই প্রথম শুরুটা আয়ত্তে আনতে যথেষ্ট কঠিন হবে কিন্তু তারপরও বেশ

ফলপ্রসু হবে। ঈশ্বরের পরিচালনা যাঞ্চনা করে প্রার্থনা পূর্বক অল্প কিছু অংশ পাঠ করা উচিৎ, হতে পারে গীতসংহিতা, অবসর সময়ে ও বা সুযোগমত উচ্চস্বরে পড়তে পারলে খুবই ভাল। কোন কোন সময় সুযোগ মত কোন সন্তানকে পড়ার অনুরোধ করা, এইভাবে অন্যের বাইবেল পড়া শোনা এবং নিজেও একবার পড়লে যথেষ্ট উপকার হবে। নিজে আলাদাভাবে বাইবেল পড়ার অভ্যাস করলেও মনে রাখা উচিৎ পরিবারে সন্তান বা অনান্যরাও যেন প্রতি নিয়ত বাইবেল পাঠে মনোযোগী হয়। "তোমরা মুখ হইতে---মধ্যে যাহা যাহা লিখিত---শুভগতি হইবে---সাহস কর, নিরাশ হইও না---যে কোন স্থানে যাও---সদাপ্রভু তোমার সহবর্তী" (যিহোশূয় ১ঃ৮,৯ পদ)

কিভাবে সন্তানগণকে বাইবেল পাঠে অংশী করা যায়?

(How to engage children in Bible readings)

অনেক পরিবারই লক্ষ করেছে যে, অভিভাবকদের তরফ থেকে নিয়মিত বাইবেল পাঠ করা বা পাঠের সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া স্বত্তেও তাদের সন্তানেরা পারিবারিক পাঠ ছাড় দেয় বা ততটা গুরুত্ব দেয় না। অনেক পিতামাতা বা অভিভাবকগণ মনে করেন যে একমাত্র এসব সন্তানদের শাস্তি দ্বারা তাদেরকে সঠিক করা সম্ভব। বিষয়টি সবক্ষেত্রে উপযুক্ত ফল দেয় না, বিরুপ হতে পারে কোন সদস্য এই অস্বস্তিকর পরিবেশ না মেনে নিয়ে পরিবারের বাইবেল পাঠ থেকে দূরে থাকে। যে সকল সন্তানেরা এই ধরণের পরিবারে বেড়ে ওঠে অনেকে সেই পরবর্তী দুঃসময়ের স্মৃতি ভুলতে না পেরে তাদের সন্তানদের নিয়ে বাইবেল পাঠ করতে চায় না, অথবা তাদের ছোটবেলার বিরুপ প্রতিক্রিয়ামূলক পরিস্থিতি যেটি কিনা শুধুমাত্র পবিত্র বাইবেল পাঠের কারণে উদ্ভুত হতে পারে সেই বিষয়টি সম্পূর্নভাবে এড়িয়ে চলে।

অবশ্যই এটি অনস্বীকার্য যে, যে কোন বিষয়ই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুষ্ঠ নিয়ম বা সুর্নিদিষ্ট ছকের একান্তই প্রয়োজন। যে কোন যত্নবান শিক্ষক/শিক্ষিকা এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, শিশু বা অল্পবয়সী সন্তানদের জন্য উপযোগী পাঠ/শিক্ষা অবশ্যই চমকপ্রদ করে তৈরী করা, তাহলেই তারা শিখতে বা জানতে আগ্রহী হবে। ঠিক তেমনি ঘরেও যদি আমরা আগ্রহ দিয়ে সঠিক ব্যাখ্যাটি মজাদার উপস্থাপনে বাচ্চাদের কাছে উপস্থাপন করি তাহলে তাদের পারিবারিক বাইবেল পাঠে আগ্রহ বাড়বে, প্রতিদিনই যোগ দিতে চাইবে, পদ মুখস্ত করে বলতে বা কঠিন পদও মনে রাখতে উৎসাহ দেখাবে। আমরা যদি আমাদের ছোট বেলাকার পাঠ/শিক্ষার বিষয়টি স্মরণ করি তাহলে দেখবো যে পাঠটি আমাদের মজা দিত সেটিই আমরা খুব তাড়াতাড়ী শিখে ফেলতাম এবং মনেও রাখতাম। অনেক টিচারই ক্লাশে পিনপতন নীরবতা বজায় রেখে বোর্ডে পাঠ লিখে সেটাকে ছাত্র ছাত্রীদের কপি করতে বলেন যে বিষয়টি বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীরা পছন্দ করে না। ঠিক একইভাবে পারিবারিক বাইবেল পাঠে সন্তানদের পাঠে অংশগ্রহন চমকপ্রদ বা একটু আলাদাভাবে করতে পারলে তাদের সক্রিয়তা বাড়বে। যেমন, প্রতিদিনই পিতামাতা বাইবেল পাঠ করে তার সারমর্ম ব্যাখ্যা না করে সকলে মিলে একসাথে বাইবেলের অংশটি পাঠ করে বা এক/দুই পদ করে সকলে মিলে

পাঠ করা, যারা পড়তে পারে না তাদের জন্যও এই পাঠটি আকর্ষনীয় করাটা আবশ্যক পিতামাতাকে মনে রাখা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজনে পরিস্থিস্তি সুষ্ঠ রেখে বাইবেলের বক্তব্য, শিক্ষা জানা এবং বাচ্চাদেরকে জানানো ও শেখানোর উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে নিম্নের বিষয়গুলি কার্যকরী করা যেতে পারে।

সন্তানদেরকে বাইবেলের পদ বা বাক্য আকষর্নীয় করে উপস্থাপন এবং পদগুলি শুনতে ও জানতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়। (Getting children to listen and / or follow, whatever the passage)

যেমন-

- ✓ স্ক্যান করে অথবা যে কোন ভাবেই পাঠকৃত অংশটি পিতামাতার সামনে রেখে পুনঃউচ্চারিত যে শব্দটি সেটি মার্ক করে, পড়া শেষে সন্তানদের জিজ্ঞাসা করুন বার বার তারা কোন শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছে।
- ✓ ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ পড়ে সন্তানদের কোন প্রশ্ন থাকলে সেটি জিজ্ঞাসা করে উত্তর বা ব্যাখ্যা দেওয়া।
- ✓ বাইবেলের সেই দিনের পাঠাংশ পড়া শুরু করার আগে পূর্বদিনের পাঠাংশের সারমর্ম আলোচনা করা যায় এবং সেটি করার জন্য একটু অন্যরকম পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় খেলার মাধ্যমে, একটি সুবিধামত আকারের বল চেলে চেলে, বলটি যার সামনে গিয়ে থামবে তাকেই কিছু না কিছু সারাংশ বলতে হবে।
- ✓ পাঠ শেষে সকলে মিলে সারাংশের পুনারাবৃত্তি করা।
- ✓ বড়দের মধ্যে বা বয়স্ক সন্তানেরা পাঠাংশের মাঝে তার পাঠ শেষ করে পরের শব্দটি কি হবে সেটি ছোটদের জন্য প্রশ্ন রাখতে পারে, যে সন্তানটি কিনা পরবর্তীতে সেই থেমে যাওয়া পাঠাংশ থেকে পুনরায় পাঠ শুরু করবে, এবং একই নিয়মে পাঠ চলবে যতক্ষন পর্যন্ত না পুরো পাঠটি শেষ হয়।
- ✓ শুরু করার পূর্বে ছোট বয়সীদের বা প্রতিটি সন্তানের উদ্দেশ্যে বলা উচিৎ বা যেতে পারে আজকের পাঠাংশ থেকে তিনটি/ কিছু প্রশ্ন করা হবে, যারা এর উত্তর দিতে পারবে তাদেরকে একটা (ছাট্টই হোক) পুরস্কার দেওয়া হবে।
- ✓ আবার এটাও হতে পারে তাদের উৎসাহ বাড়াবার জন্যে, তাদেরকে বলুন তারাও তিনটি প্রশ্ন বড়দেরকে করতে পারবে।
- ✓ পাঠ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে বলুন তারা প্রত্যেকেই এক একটি পদ পাঠাংশ থেকে উল্লেখ করে ব্যক্ত করুক পদটি কেন তাদের কাছে ভাল লেগেছে, কি শিক্ষা সে পেয়েছে, অথবা পড়তে আনন্দ/সহজ/সছন্দ লেগেছে কেন।

- ✓ ছোট বয়স থেকেই তাদেরকে উৎসাহিত করুন পাঠাংশের নোট, শব্দের অর্থ, নামের অর্থ, ক্রস রেফারেন্স লিখতে।
- ✓ বিভিন্ন রং ব্যবহার করে বাইবেলের পাঠাংশের প্যারা অনুযায়ী বা পরিবর্তীত বিভিন্ন বিষয় বস্তুগুলিকে পার্থক্য করাটা তাদেরকে শিক্ষা দেন।

শেষের দুটি পদ্ধতি শুধুমাত্র বয়সী সন্তানদের জন্য উপযোগী আমরা হয়তো মনে করতে পারি, সন্তানেরা কেবলমাত্র শিখছে বাইবেলে অপরিপক্ক হাতে লিখে, বাইবেলই নষ্ট করে ফেলতে পারে। সঠিকভাবে নোট নিতে পারবে না। পিতামাতা হিসেবে এই ধরণের চিন্তা করে সন্তানকে অনুৎসাহিত করা উচিৎ সয়, অপরদিকে আমরা চাইবো তারা যেন অবশ্যই "ঈশ্বরের বাক্য" নামক শব্দটির গুরুত্ব দেয় ঈশ্বর প্রদত্ত, সংবাদ, শুভবার্তা, বক্তব্য যেটি শুধুমাত্র ছাপার অক্ষর বা লেখনী নয়। যাই হোক বাইবেলের শিক্ষার সাথে সাথে, সেটিতে নোট লিখে রাখার ফলে তাদের সতর্ক দৃষ্টিও থাকবে বাইবেলটি যেন কোন ভাবে হারিয়ে বা তাদের হাতছাড়া না হয়। বাইবেলে নোট নেওয়ার সাহায্যকারী বিষয়গুলি-

- ◆ এটি করতে গিয়ে সন্তানেরা তাদের বাইবেলকে নিজস্ব বলে স্বীকার করতে যত্নবান হয়।
  - ✓ বাইবেলে নোট নিতে, লিখতে গিয়ে শিক্ষাটি মস্তিস্কে নিতে পারবে, বা নিতে পারতে সক্ষম হয়।
  - ✓ পরবর্তীতে যখন সেই অংশটি পুনরায় পাঠ বা আলোচনা করার সময় আসবে তখন তারাও কিছু আলোচনায় অংশী হবে।
  - ✓ সত্যি বলতে কি, শাস্ত্র আলোচনায় যে কোন বিষয়ই আমরা প্রথমবারের মত শুনি সেটি হয়তো আমরা কিছুদিন মনে রাখতে পারি তারপর এক সময় ভুলে যায়।
  - ✓ আমরা বড়রা যারা হয়তো প্রথমবারের মত কোন অংশের আলোচনায় কোন বিষয় নোট করেছি বা কোন ক্রসরেফারেন্স লিখে রেখেছি তারপর যতবারই সে অংশের পুনঃ আলোচনা শুনেছি অন্য আরাকজন বক্তার কাছে, তখনই আমাদের কিছু না কিছু বিষয় নূতন লেগেছে, মনে হয়েছে প্রথমবারের মত শুনেছি, যে বিষয়টি হয়তো আমরা নোট রাখিনি, অথবা কিছু নূতন বিষয়ও হতে পারে- এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতিগতভাবে আমরা (মানুষ) ভুলো প্রকৃতির তাই আমরা যেন কখনই ভেবে না নেই যে সব আলোচনা বা বক্তার উল্লেখিত সব বিষয়গুলিই আমাদের মনে গেঁথে থাকবে। সুতরাং আমরা যেন আমাদের সন্তানদের কার্যকরী শ্রোতা ও পাঠক হতে সাহায্য করে তাদের শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ফলপ্রসু হতে দিই।

শাস্ত্রের নির্দিষ্ট কিছু গঠনাবলী সর্ম্পকে ধারনা
(Ideas for specific styles of scripture)

বাইবেলটির গঠণ প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার অংশ বর্ণনামূলক, অন্য কিছু ক্যাব্যিক এবং অনান্য সকল দুটি প্রকৃতিই মেশানো। ঈশ্বরের প্রদত্ত বিভিন্ন নিয়ম, রীতিনীতি, কিছু অংশ নির্দেশনা কিভাবে মনুষ্য জীবনযাপন পরিচালনা করা উচিৎ, প্রতিদিনের কার্যক্রমের বিষয় সর্ম্পকিত এবং অনেক অংশেই বংশবৃত্তান্ত করা হয়েছে। আমাদের সন্তানগণ যেমন তাদের বয়স বৃদ্ধিতে ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞানে বা শিক্ষায় পরিপক্বতা দেখাবার প্রয়াস করে তেমনি আদর্শ পিতামাতা হিসেবে আমাদের উচিৎ তাদেরকে উপযুক্তভাবে অল্প, অল্প অংশ শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের সমৃদ্ধতা এবং সবরকম সত্যতার চিত্র তুলে ধরা যাতে করে তারা আত্মিকভাবে সুষম খাদ্যে (জ্ঞানে) বৃদ্ধি পেতে পারে। যাহোক আমরা কখনই আশা করতে পারি না যে, প্রতিটি সন্তানই একইভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। এরপর আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে যে, সমগ্র বাইবেলের বিভিন্ন অংশ, অধ্যায় কিভাবে বা কোন স্টাইলে তাদের কাছে উপস্থপন করে তাদেরকে সহজে বোঝাতে সক্ষম হবো। এটাও চিন্তা করতে হবে যে, পারিবারিক বাইবেল পাঠ যদিও সান্ডেস্কুলের কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূত নয় তবুও এমন কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন- বাইবেল একটিভিটি (activity) পুস্তক, সান্ডেস্কুলের শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ, পদ্ধতির ব্যবস্থা বা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেটা দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের কাছাকাছি আমরা ঘরেও আমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে যেতে পারি। নিম্নে এমনই কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে করে সন্তানেরা শুনছে সেটি অনুসরণ করছে এবং পারিবারিক পাঠ আগ্রহ ও উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগী হচ্ছে, শিখতে পারছে, পরিবারে সেই বিশেষ বিষয়টি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বর্ণনামূলক **(Narrative past)**

(যেমন- আদিপুস্তকের বেশীরভাগ অংশ, যাত্রাপুস্তক, যিহোশূয় পুস্তকের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলি, বিচারকতৃগণের বিবরণ, রুথ, দায়ূদের জীবনাবলী, ইষ্টের, দানিয়েল পুস্তকের আংশিক, প্রভু যীশুর জীবনাবলী, প্রেরিতদের কার্যাবলী)

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, শাস্ত্রের বর্ণনামূলক অংশের বেশীর ভাগই গল্পাকৃতি, বা সত্য ঘটনাসমূহ যে গুলি দ্বারা ঈশ্বর আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় বিবৃত করেছেন এবং আমরাও চাইবো আমাদের সন্তানগণ যেন সেসব বিষয় বা ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করে এবং মনে রাখে বাইবেলে বর্নিত বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনাবলী তাদের পতনের, পরীক্ষার কারণ, অতপর ঈশ্বরের করুনা ও অনুগ্রহ প্রদানের বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে যেমন-

- ✓ ছোট বয়সীরা অভিনয় দ্বারা কোন গল্প বা কোন অংশের চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করার সময় তাদের পাঠ করার সাথে, সাথে মস্তিস্কেও গেঁথে যাবে। মনে হবে বর্ণনাকৃত সত্যটি জীবন্ত হয়েছে। অভিনয়টি হতে পারে পাঠের পরে বা মধ্যখানে, (যখন

যে চরিত্রটি পাঠ হচ্ছে বা ঘটনার মূল বিষয়টি সেই সময় পাঠক থেমে থেমে আস্তে পড়বে) ব্যাপারটি নির্ভর করে কোন অংশ আমরা পাঠ করছি। পারিবারিকভাবে জনপ্রিয় কিছু গল্প হচ্ছে-

- ইস্হাকের উৎসর্গ করন।
- যাকোব কতৃক এষোকে প্রতারনা।
- যোষেফের চরিত্রের বেশীর ভাগ ঘটনা।
- যিহোশূয়, জেরিকোর পতন কালীন যুদ্ধ।
- ঈশ্বর কতৃক শমূয়েলের আহবান।
- দায়ূদ এবং গলিয়াতবীর, এছাড়া দায়ূদ সর্ম্পকিত বিভিন্ন ঘটনাবলী।
- রূথ ও নয়মী এবং অন্য পূত্র বধুর পৃথকীকরণ।
- মর্দকয়কে সম্মান দেখাবার জন্য হামনকে বাধ্য করা।
- সিংহের খাঁচায় দানিয়েল।
- সক্কেয়র যীশুকে দেখবার প্রয়াস।
- অননিয় ও সাপিরা।

✓ এছাড়া, এক সাথে একের পর এক পাঁচ, সাত করে পদ না পাঠ করে যে কেউ একজন সেটির বর্ণনা করতে পারে এবং অনান্য সকলে পাঠে মনোযোগী শ্রোতা হয়ে অনুসরণ করতে পারে।

বংশবৃন্তান্ত (Genealogies)

(যেমন- আদিপুস্তকের কিছু অংশ, গণণাপুস্তক, বংশাবলী, নহিমিয়, ইষ্রা, মথি, লূক, রোমীয়পুস্তক)।

এই বিষয় নিয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে যে, বাইবেল বর্ণিত বংশবৃন্তান্ত সমূহ উচ্চস্বরে পাঠ করা উচিৎ নয়, এটি যার যার ব্যক্তিগত পাঠে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। হয়তো বা কোন কোন পুস্তকের বংশবৃন্তান্ত সর্ম্পকিত অংশটি পারে তবে তাদের এবং সকলের জন্য অবশ্যই বলতে হবে যে, বাইবেলে বর্ণনাকৃত ঘটনা, ইতিহাসের নিখূঁত, সত্য ও সঠিকতা প্রমাণকরণে বংশবৃন্তান্তও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যারা উল্লেখ আছে তারা অবশ্যই বাস্তব এবং সেই সময়কালের অস্তিত্বে ছিল, যাদের অনেককে ঈশ্বরের রাজ্যে দেখা যাবে। কোন দিন বা অবসর সময়ে কোন সন্তানকে দায়িত্ব দেওয়া পারে সেদিনের পাঠকৃত বংশবৃন্তান্ত থেকে কিছু নাম লিষ্ট করে পারিবারিক পাঠে উল্লেখ করতে পারে বা অন্য একজনকে বিশেষ বৈশিষ্ট সম্পন্ন

চরিত্রগুলির লিষ্ট। কারণ এমন কিছু উপায় এর সহায় নিতে হবে যাতে করে ছোট বয়সী সন্তানদের কাছে বংশ বৃত্তান্তের পাঠগুলি একঘেয়েমী বা অনীহার না হয়। যেমন-

- ✓ নিদিষ্ট একই শব্দের/অক্ষরের নাম বাছাই করে তালিকা তৈরী করুন।
- ✓ পরিচিত শব্দের বা সুমধুর শুনতে লাগে এমনি নামের তালিকা করুন।
- ✓ মহিলাদের নাম আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভাবতে পারেন কেন সেই নামগুলি সেখানে সংযোজিত হয়েছে।
- ✓ একটি গোষ্ঠিতে কয়টি পরিবার অর্ন্তভূক্ত এবং কোনটি বড় ও কোন ছোট পরিবার সদস্য সংখ্যার দিক থেকে।
- ✓ পাঠাংশের নামের তালিকা আগে থেকেই স্ক্যান বা কপি করে সন্তানদের চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা বা দু-একটা মিল বা নাই থাকুক, প্রতিটি সন্তানদের জন্য এক একটি নাম পছন্দ করতে বলুন অথবা আপনিই পছন্দ করে তাদেরকে জোরে বলতে বলুন, "এইটিই আমি" এই ধরনের খেলা দিয়ে শিক্ষা সন্তানদেরকে উচ্চারিত নামের লোকেদের বাস্তবে অস্তিত্ব সর্ম্পকে চিন্তা করতে শেখায়।
- ✓ নামগুলি দিয়ে একটি পারিবারিক বৃক্ষ বা ফ্যামিলি ট্রি অংকন করুন এবং সন্তানদেরকে দেখান।

ঈশ্বরের দেয়া নিয়ম, আইনকানুন (Law)

(যেমন- যাত্রাপুস্তক, লেবীয়পুস্তক, গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ)

বিভিন্ন প্রকার নিয়ম, রীতিনীতি ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির জন্য প্রণয়ন করেন যেন তারা সত্য ও পবিত্র হয় এবং সত্য ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হয়। এর মধ্যে অনেক বীধি নিষেধ, অনেক আদেশ, উপদেশ লিপিবদ্ধ ছিল যাতে করে যে কোন জাতি বা দেশ সুষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। সম্ভবতঃ আরও বেশী কিছু তাই গালাতীয় ৩ঃ২৪ পদ ব্যক্ত করে, "এইভাবে ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গনিত হই।"

অতএব ব্যবস্থা বা রীতিনীতি জানার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের মহোত্তর কার্য সম্পাদনের প্রতিচ্ছবি, এটিতে খ্রীষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে, খ্রীষ্টের জন্মের ১২ বছর পর লক্ষ্য করা, বিভিন্ন ব্যবস্থা পালন করতো তাঁর পিতামাতা, বলি উৎসর্গ করতো। বিভিন্ন ব্যবস্থা পুস্তকের বিভিন্ন স্থানের/অংশে পরিস্কার বর্ণিত আছে যে, উৎসগীকৃত পশুতে ঈশ্বরের কোন তুষ্টি নেই শুধুমাত্র উৎসর্গ যে করে সেই সকল ইস্রায়েলীদের মানসিক পরিতৃপ্তি থাকে। একই রকম ভাবেই আজ আমরা বা আমাদের সন্তানেরা যখন ঈশ্বর প্রদত্ত সেই নিয়ম কানুন বা ব্যবস্থা পুস্তক পাঠ করি তখন যেন আমরা সেইগুলির সত্য বা নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করে অবগত হই যে,

ঈশ্বর সেখানে কি ধরনের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা কিভাবে আমাদের জীবন ধারায় প্রয়োগ কর যায়। যখন আমরা ব্যবস্থা পুস্তকগুলি পাঠ করবো তখন যেন আমরা নীচের বিষয়গুলি মনে রাখি, এবং সাথে সাথে সন্তানদের শেখায়–

- ✓ যীশু খ্রীষ্টের বিষয়, তাঁর আত্মত্যাগের ঘটনা স্মরণ করি কিভাবে বা কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে? অথবা পশু বলি কি যীশু খ্রীষ্টের আত্ম উৎসর্গের সমান হতে পারে?
- ✓ অল্প বয়সী সন্তানদের দিয়ে একটি তাঁবু তৈরী করানো যেতে পারে।
- ✓ একজন ইস্রায়েলীয় তাদের জীবনে কতবার উৎসব বা ভোজে মিলিত হয় যিহুদী বাৎসরিক ক্যালেন্ডারে সেই দিনগুলিকে চিহ্নিত করুন এবং তুলে ধরুন পারিবারিক পাঠে, কতবার? কতদিন ধরে একটি উৎসব পালিত হয়।
- ✓ সন্তানদেরকে সাহায্য করুন বোঝাতে বা বলতে কেন ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে সকল প্রকার ব্যবস্থা পালন করে চলা অসম্ভব ছিল এবং সেই ব্যবস্থা উৎসব বা পর্ব কিসের জন্য, কোনটি কোন পর্বের।
- ✓ ছোট বয়সী সন্তানদেরকে পাঠকৃত অংশ থেকে 'পবিত্রতা' বোঝায় এমন দুটি শব্দ খুঁজতে বলুন এবং বড় বয়সী সন্তানদের সেই শব্দ দুটির অর্থ, মূল বিষয় বস্তু ব্যাখ্যা করতে বলুন।
- ✓ 'প্রেম বা ভালবাসা', প্রেমময় ঈশ্বর, এবং প্রেমিক প্রতিবেশী শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ ও মূল বিষয় বা ভাব ব্যাখ্যা করুন।
- ✓ বয়সী সন্তানদেরকে প্রতিটি (পাঠকৃত অংশের) ব্যবস্থা বা নিয়মে অর্ন্তনিহিত ভাব বা বিষয় সর্ম্পকে তারা যেটুকু বোঝে সেটার ব্যাখ্যা করতে বলুন সেই সময়কালের প্রয়োগে।
- ✓ সন্তানদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন যে, এই আইন কানুন পরিকল্পিত এবং প্রবর্তিত হয়েছিল যেন মনুষ্য সন্তান তাদের প্রতিশোধ ও ক্রোধের নেশায় উন্মাদনা প্রকাশ না করে সীমিত রাখতে পারে তাদের চরম মানবীয় বিনাশকারী প্রকৃতিকে, যেমন-'চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু।

'সমাগম তাম্বু' এবং মন্দিরের গঠন প্রকৃতি সর্ম্পকিত
(Instructions for the building of the Tabernacle / Temple)

'সমাগম তাম্বু' অথবা মন্দির সম্পর্কিত পাঠাংশটি, ব্যবস্থা বা নিয়ম কানুন সর্ম্পকিত পাঠের মতই করে পাঠ করতে হবে। ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অস্থায়ীভাবে ঐ সকল অস্থায়ী গঠন প্রক্রিয়ায় কাঠামো তৈরীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পদ্ধতিতে ঈশ্বরের ভজনা বা উপসনাকারীগণ কখনও সমাদর করতে পারবে না তৎকালীন ভজনাকারীরা কি কারণে সেসব করেছিল? তখনকার ঈশ্বরের ভজনার সঙ্গে এখনকার বা

বর্তমানের ভজনা বা উপাসনার উদ্দেশ্য, নীতি কিছুরই পরিবর্তন হয়নি, তাই এই সর্ম্পকিত পাঠাংশগুলির অর্ন্তনিহিত মর্ম বা মূলে যেতে হলে আমাদেরকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে প্রতিটি সন্তানেরই পরিস্কার ধারনা ও বোধগম্য হয়, বিশেষ করে ছোট বয়সী সন্তানদের ভিসুয়ালইজ হয় অর্থাৎ তারা দেখতে পারে।

- ✓ যদি সম্ভব হয় ছবি বা চিত্র বা নকশা সহ পাঠ শুরু করা, বড়দের কেউ একজন উচ্চস্বরে যখন পাঠ করবে, তখন সন্তানদের বলুন তারা যেন চিত্র অংকনটিতে চিহ্নিত করে এবং একই সাথে ছোট বয়সী সন্তানেরা যেন তাদের নিজস্ব ছবিসহ বাইবেলের পাঠটি অনুসরণ করে।
- ✓ অংকনের জন্য, প্রতিটি সন্তানকে সাদা কাগজে ও পেন বা পেনস্িল দিয়ে আঁকতে বলুন যখন আপনি উচ্চস্বরে পাঠ করবেন।
- ✓ একের পর এক লিষ্ট করতে বলুন একজনকে এক বিল্ডিং থেকে আরেকটি বিল্ডিং এর মধ্যবর্তী ধাপগুলি, এ সবের মধ্যবর্তী বিরাজ করছে প্রতিটি বস্তুর লিষ্ট আরাকজনকে।
- ✓ এই সব দ্রব্যাদি কিসের প্রতীক হিসেবে বা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে, বিনতী করতে কিভাবে সাহায্য করে তার ব্যাখা করুন।
- ✓ সন্তানগণকে উৎসাহিত করুন তাদের মারজিনে ক্রসরেফারেন্স নিতে এর ফলে দুটি উপকার হবে, ক) প্রথমতঃ জানবে শাস্ত্রের একটি অংশের সঙ্গে আরেকটি অংশের কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। খ) অন্যটি হচ্ছে প্রতিটি পাঠের অর্ন্তনিহিত মর্ম বা আত্মিক মমার্থ। উদাহরণ স্বরুপ-বেদীর সুগন্ধি ধূপকে গীত ১৪১ঃ২ পদে উপাসনায় মগ্ন দায়ূদ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, "আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরুপে, আমার অঞ্জলি প্রসারণ সান্ধ্য উপহার রুপে সাজান হউক।"

বিভিন্ন স্থানের তালিকা (Lists of Places)

(যেমন- যিহোশূয় পুস্তকে কনান বিজয়, প্রেরিতে পৌলের সুসমাচার যাত্রা)

শাস্ত্রের এই পাঠাংশগুলি পাঠকালীন সময়ে সন্তানদের (বিশেষ করে অল্প বয়সী সন্তানদের) শুধুমাত্র পাঠ করে যাওয়াতে তাদের বিশেষ কোন উপকার হবে না। পাঠের সাথে সাথে একটি ভাল এটলাস্ (Atlas) অথবা আমাদের বাইবেলের পেছন দিকের পৃষ্ঠাগুলির ম্যাপের সাহায্য নিয়ে পাঠের সঙ্গে উল্লেখিত স্থানের অবস্থান চিহ্নিত করতে বলুন। কারণ ছোট বয়সী সন্তানরা রং করতে ভালবাসে এবং এই পদ্ধতিতে তাদের বাইবেলের জিওগ্রাফী সর্ম্পকে ধারনা হবে যখন তারা পাঠেগুলি ম্যাপে রং বা পেনসিল দিয়ে স্থানগুলি চিহ্নিত করবে। এই পদ্ধতি তাদের স্থানগুলির নাম, অবস্থানের দূরত্ব মনে রাখতে সাহায্য করবে এবং পরবর্তীতে অন্য কোন পাঠে কাজ করবে (যেমন- শ্যামসন কতদূর পর্যন্ত দেয়াল বা দরজা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল? জবেল এর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে এলিয়কে কত দূর দৌড়াতে হয়েছিল?)

রাজাবলী ও বংশাবলী (Kings and Chronicles)

শাস্ত্রের উপরোক্ত পুস্তক দুটি সত্যিই বর্ণনামূলক কিন্তু এই অংশের প্রতিটি পুস্তকেরই একটি আলাদা প্রকারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যেটি কিনা একটির সঙ্গে আরেকটির কোন সমন্বয় সাধন করে না। উদাহরণ সরূপ বলা যায় ১ম শমূয়েল এই পুস্তকটিতে বর্ণিত শিক্ষা/ঘটনা সমূহ এত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষনীয় যেগুলি সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে প্রতিটি কালের জন্য অতি গুরুত্ব পূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শাসক ও রাজ রাজাদের জন্য। একজন রাজন বা শাসক যদি ঈশ্বরের দেয় নিয়ম আদেশ উপদেশসমূহ মান্য করে না চলে দেশ বা রাজ্য শাসনে রত হয় তাহলে কি প্রকারে সেই দেশ বা জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি হয়, অপরদিকে অবাধ্যতার শাস্তি, দূভোগের শিকার, ক্ষতিপূরণের পরিণতি হয়। তারপরও রাজবলীতে বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায় ও প্রমাণিত হয় ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, ধৈর্য্য তার লোকদের প্রতি, শত অবাধ্যতা ও অবিশ্বস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর তাদের সঙ্গ ছাড়েননি কখনও।

যাহোক, সত্যি বলতে কি এই বিষয়টি অত সহজ নয় অর্থ্যাৎ একই অংশের বিভিন্ন অধ্যায়ে একই রকম নামের বর্ণনা দেওয়া আছে, সেই সব নাম মনে রাখা, সামনে পেছনের পৃষ্ঠা উলটিয়ে পড়া ও ঘটনার সঙ্গে নাম মনে রাখা, উত্তরে ইস্রায়েলের রাজধানী এবং দক্ষিনে যিহুদার রাজধানী, বিভিন্ন রাজার পরিবর্তন ইত্যাদি বড়দের জন্যই বেশ কঠিন।

এছাড়া তাদেরকে ঘিরে অবস্থান করেছে অনান্য দেশ ও জাতি-সিরীয়, আশুরিয়, ব্যবলনিয়ান (তারা কলদীয় নামেও পরিচিত) এই সকল জাতি, দেশ ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি সবকিছু সম্বলিত বিষয়গুলি একটি বিরাট আকারের ঘটনায় রূপ নেয় আর এই সবগুলিকে পাঠাকারে বোধগম্য ও স্মরনে রাখতে গিয়ে বেশ দুরুহের ব্যাপার মনে হয়। যাহোক আমাদের সন্তানদেরকে শাস্ত্রের অনান্য অংশের (রাজাবলী ও বংশাবলী) শিক্ষা ও পাঠ সর্ম্পকিত স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে ঐ দুটি পুস্তক সর্ম্পকের মূল পাঠের বিষয় নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ফলপ্রসু পাঠ ও শিক্ষার জন্য নিমোক্ত পন্থাগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন-

- ✓ আমাদের প্রথমত রাজাবলী ও বংশাবলী পুস্তকটি পরিস্কার করে প্রতিটি অধ্যায়ের প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী বা কোন একটি ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পরই পাঠ অর্ন্তনিহিত শিক্ষা আমাদের সামনে পরিস্কার বোধগম্য হয়ে যাবে।
- ✓ ইস্রায়েল এবং যিহুদা উভয় গোষ্ঠীরই একজন করে ভাল রাজার নাম উল্লেখপূর্বক তাদের সময়কাল সহ অনান্য রাজাদের ঘটনা পাঠের সময়ও তাদের সাথে ঐ ভাল রাজা দুজনের উদহারণ তুলে ধরলে এবং রেফারেন্স টানলে সন্তানগণ সহজে মনে রাখতে পারবে ভাল ও মন্দ রাজার পার্থক্য সমূহ।
- ✓ বাইবেল কনকরডেন্স অনুসারে রাজাদের নামের অর্থ বের করে সন্তানদের দেখিয়ে দিন তাদের চরিত্র এবং কার্যক্রমের সঙ্গে নামের অর্থেও মিল রয়েছে।

- ✓ নিজেরা পছন্দমত রং দিয়ে পার্থক্য করুন একটি সাদা চার্টে এবং ভালরাজার সময়কালের সঙ্গে মন্দ রাজার সময়কালের পার্থক্য বা তালিকা করে সন্তানদের সামনে প্রতিদিনই পাঠকালে সেই চার্টটি উপস্থিত করে প্রয়োজনে রাজাদের নাম যোগ করুন।

- ✓ ছোট বয়সী সন্তানদেরকে বলুন তারা যখন "লোট এর পুত্র যেরোবিয়াম" এর নাম উচ্চারণ করতে শোনে তখন যেন তারা ধু য়ূ য়ূ য়ূ য়া শব্দ করে (এটি তাছ্ছিল্য দেখানোর শব্দ) এবং যখন তারা শোনে "তাহার পিতা দায়ূদ" তখন যেন হর্ষ ধ্বনি করে।

- ✓ সন্তানদের বলুন যিহুদার রাজার নামের পাশে "যি" শব্দটি এবং ইস্রায়েলের রাজার নামের পাশে 'ই' শব্দটি তারা যেন বাইবেলের মারজিনে লিখে রাখে।

- ✓ অতঃপর বাইবেলে ভাল রাজাদের নামকে নীল রঙে এবং মন্দ রাজার নামকে লাল রঙে চিহ্নিত করতে।

- ✓ সন্তানদের বলুন তারা যখন দুটি রাজ্যের রাজার নাম পাঠ করতে শোনে তখন যেন তারা তাদের বাইবেলের মারজিনে নামের পাশে কত নাম্বার রাজা তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করে।

গীতসংহিতা (Psalms)

সম্ভবতঃ শাস্ত্রের অনান্য অংশ বা পুস্তক থেকে গীতসংহিতা অনেক বেশীভাবে আমাদেরকে প্রার্থনা ও প্রশংসা করতে শেখায়। এই মূল চাবি কাঠি, সর্ম্পকে আমরাও যেন আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে সুষ্ঠ অভ্যাসে বেড়ে উঠতে সাহায্য করি। এছাড়া গীতসংহিতা থেকে আমরা দায়ূদের জীবনের সুক্ষ আবেগ মন্ডিত দূর্বল মুহুর্তগুলির বিষয়ে গভীরতর শিক্ষা পেয়ে থাকি। যেগুলি দৃশ্যতঃ অনেক উদাহরণ বহন করে, এছাড়া এসব কিছু বিষয় ছাড়াও এমন কিছু ঘটনা এবং বিষয় গীতে; বর্ণিত হয়েছে যেটাতে স্বয়ং প্রভু যীশুর মানসিকতা ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে। বয়স্ক বা বয়সী সন্তানগণ গীতসংহিতা পড়ে- আর যদি কিছুই উপলদ্ধি/মর্ম খুঁজে না পায়, তাৎক্ষনিকভাবে কাব্যিক সৌন্দোর্যে মুগ্ধ হবে, যেটা হয়তো ছোট বয়সীরা সেই আনন্দ পাবে না, তাই তাদের পাঠ উপযোগী কিছু পরামর্শ-

- ✓ যদিও আমরা বলে থাকি ছোট বয়সী সন্তানেরা খুব কমই গীতসংহিতার কাব্যিক ছন্দে মুগ্ধ হয়, তারপরও কখনও কখনও তারা আমাদেরকে অবাক করে দিতে পারে, তাদেরকে বলুন পাঠাংশ থেকে অনান্য সকলের মত তারাও যেন একটি পদ পছন্দ করে এবং ব্যাখ্যা করে কেন পদটি তাদের ভাল লেগেছে এবং সেটা থেকে কি শিক্ষা পায়।

- ✓ বিভিন্ন পদ বা অংশ বিশ্লেষন করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিন যে এই গীত আমদের নিজেদের ব্যক্তিগত ধ্যান, আরাধনার প্রার্থনায় কতটুকু বিশেষ ভূমিকা রাখে, তারা যদি কোন পাঠকালে প্রশংসা গীত মনে করতে পারে, তাদেরকে গাইতে বলুন।

- ✓ তাদেরকে ঈশ্বর এর (অপর নামে যেমন-পাথর, দূর্গ, টাওয়ার) প্রতিরুপ ব্যাখ্যা করে, কোন নাম কোন কারণে সেটি বলতে বলুন।

- ✓ যীশু খ্রীষ্টকে প্রায় গীতে একজন মানুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "একজন মানুষ" বা "মানুষটি" কি ব্যাখ্যা দেয় ঐ পদগুলি বিশেষ করে আমাদের কি শিক্ষা দেয়? তাদেরকে বুঝিয়ে দিন।

হিতোপদেশ (Proverbs)

একক, অথচ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রের এই পুস্তকটি, মনুষ্য জীবনের সকল প্রকার বাস্তব দিকগুলি বর্ণনা করে, সম্ভবতঃ এই ধরণের পুস্তক একটিই, যেটি আমদের সন্তানদের জন্য এই ধরনের জ্ঞান অতি জরুরী, তাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তারা যেন সচেতন হয়, এবং আমরা চাই তারা যেন এই পুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানসমূহ বাস্তবে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে শেখে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের জীবনকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পছন্দীয় করে তুলতে সক্ষম হয়। আমাদের প্রতিটি সন্তানই যেন ঈশ্বরের পথই যে উত্তম পথ সেটি আনন্দ সহকারে স্বীকার করে নেয়। অতঃপর নিজেদের জীবনযাপনে সেই পথটি অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানে পূর্ণ অন্যেদের সাথে সুসর্ম্পক ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে, আর যদি মানবীয় প্রবৃত্তিগুলি জোরালো হয় তাহলে সেই শান্তি থাকবে না, জীবনযাপণ অস্বস্তিকর, ভারযুক্ত মনে হবে। সন্তানদেরকে এই পুস্তকটি সঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবনযাপনে সঠিকপথে পরিচালিত করা যেতে পারে-

- ✓ পাঠকালে সেই নির্দিষ্ট অধ্যায় পাঠ করার সময় প্রতিটি সন্তানকে (বয়সী) বলুন তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অতি সম্প্রতি কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাথে মিল রেখে একটি পদ বাছতে।

- ✓ প্রত্যেককে বলুন একটি পদ বাছাই করে আগামী ২৪ ঘন্টায় সেটিকে বাস্তব রুপ দিতে বা সেইমত কাজ করতে।

- ✓ ছোট বা মধ্য বয়সী সন্তানদের বলুন বা কিছু বিষয় (যেমন- টাকা পয়সা বা সম্পদ, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, পরিবার, ক্রোধ, হিংসা, বোকামী ইত্যাদি) নির্বাচিত করে দিন এবং পাঠকালে ঐ শব্দ সম্বলিত যে সকল পদ তাদের দৃষ্টিগোচরে আসে সেটি যেন তারা নোট বা মার্ক করে।

আরেকটি উপায় হচ্ছে যেহেতু এই পুস্তকটিতে কোন গল্প পড়ে শিক্ষা দেবার কিছু নেই বা কোন বাকবিতন্ডার চরিত্র নেই শুধু পদ পড়ে সেটির আর্ন্তনিহিত অর্থ ও বাস্তব প্রয়োগের শিক্ষা ছাড়া তাই পাঠকালে বয়স্কদের কেউ একজন কোন পদ পড়ে সন্তানদের জিজ্ঞাসা করতে পারে তার সেই পদ সর্ম্পকে কি চিন্তা অথবা এক একজন সদস্য পাঠকৃত পদটির মর্ম অঙ্গভঙ্গি বা মুখাভিনয় করে অন্যদের বোঝাতে পারে। আসলে হিতোপদেশ পুস্তকটির সঠিক মমার্থ একমাত্র পিতামাতাই ব্যাখ্যা করে সন্তানদের বোঝাতে পারেন, এছাড়া সন্তানদের পক্ষে অর্ন্তনিহিত সত্য বোধগম্য করাটা সত্যিই দুস্কর।

ভাববাদীদের গ্রন্থ (Prophets)

আমরা হয়তো ভাবতে পারি সন্তান ও অনান্য সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক বাইবেল পাঠে ভাববাদীদের পুস্তক পাঠ করা বেশ কিছুটা ঝক্কির বিষয় বলে মনে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না মহিমা মন্ডিত ঈশ্বরের রাজ্যের চিত্র না দেখি অথবা এর কিছু বিবরণ না পায় ততক্ষণ মনে হবে পথ হারানো পথিকের মত এদিকে, ঐদিকে সঠিক পথের সন্ধান করছি পথ ভ্রষ্ট ঘুরেই ফিরছি, যতক্ষণ না কঠিনতম অংশগুলি পড়ে শেষ না করি। যাহোক, নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলি নিয়ে যদি একটু ভাবি তাহলে সেটিই হবে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ, যেমন- প্রথমতঃ কত উত্তম ব্যবস্থা বা উপায়ে আমরা ভাববাদীগ্রন্থ গুলির বিষয় বস্তুর সারমর্ম উপলব্ধি বা উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি ততবেশী আমরা বাক্যের অর্ন্তনিহিত সত্যে যেতে সক্ষম হবো এবং আমাদের সন্তানদেরও উদ্দীপনা ও সঠিক পরিচালনা দিতে সক্ষম হবো।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যেন মনে না করি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা অথচ সেটির সারমর্ম বা প্রকৃত অর্থ না বোঝাটা হচ্ছে সময় অপচয় করা, আর কিছু না হোক সেই অংশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তো আমাদের পরিচিত হবে, হয়তো বা কোন একদিন কোন বক্তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হবে আমাদের সেই পাঠকৃত অংশটি আর তখন নিশ্চয় আমরা হাওয়াতে ভাসবো না। এছাড়াও সত্যিকার অর্থে আমাদের সকলের পক্ষে যদিও ভাববাদী গ্রন্থ সমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রকৃত গূঢ় ব্যাখ্যা জানা সম্ভব না হয় তারপরও আমরা যদি কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করি তাহলে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের পথের পাথেয় হিসেবে অনেক জ্ঞানই কুড়াতে বা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবো। এই সর্ম্পকিত কিছু ধারণা আলোচিত করা গেল।

- ✓ বিশেষ করে ইস্রায়েলের বারেটি বংশের উপর সময়ে সময়ে রাজত্বকৃত রাজা এবং একই সময়ের ভাববাদীদের একটি ক্রামনুসর চার্ট তৈরী করা যেতে পারে নিজেদের এবং বাচ্চাদের বোঝার জন্য অতঃপর খুবই সল্প ভাষায় মূল ভাববানী এবং কাকে উদ্দেশ্য করে সেই ভাববানী করা হয়েছিল সেটি সেই চার্টে উল্লেখ করা যেতে পারে।
- ✓ পাঠাংশের, ভাববানীটি বা ভাববানীগুলি করার পেছনে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেই কারণটি চিহ্নিত করুন প্রথমতঃ।
- ✓ প্রতিটি পাঠাংশ শুরুর প্রথমেই কিছু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শুরু করুন যেমন- "কে, কোথায়, কখন, কেন?"
    - o কাকে বা কাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে?
    - o তারা তখন কোথায় অবস্থ্যান করছিল?
    - o কোন সময় বা কখন ব্যক্ত বা উক্ত হয়েছে?
    - o কেন তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল?

- ✓ শেষ প্রশ্ন হবে কি? দিয়ে
    - o তাদের উদ্দেশ্য কি ভাববানী ব্যক্ত করা হয়েছিল?
    - o আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর থেকে কি শিক্ষা পাই?
- ✓ অল্প বয়সী সন্তানদেরকে বলুন পাঠাংশটির পাঠ শোনার সাথে সাথে তারা যেন বিভিন্ন স্থানের নাম, 'জাতি বা দেশের নাম' অথবা 'ইহাই সদাপ্রভু ঈশ্বর কহেন' ইত্যাদি বিষয়গুলি গণনা করে সংখ্যা বা কয়বার তারা নোট করে।
- ✓ ঈশ্বরের রাজ্য পাঠাংশ কালে রাজ্যটির বর্ণনা অনুযায়ী একটি চিত্র উপস্থাপন করুন সন্তানদের সামনে।
- ✓ পাঠাংশটি থেকে প্রভু যীশুর মত কোন চরিত্র ও তাঁর সর্ম্পকিত কোন ব্যাখ্যা খুঁজে দেখতে বলুন।
- ✓ পাঠাংশটিতে যে শব্দটি বার বার উচ্চারিত হচ্ছে সেটি নোট করতে বলুন।

<u>সুসমাচার (Gospels)</u>

সাধারণতঃ সুসমাচারের পাঠে খুবই সহজ সোজাসুজিভাবে সারবস্তু সকলেরই বোধে আসে। সব কয়টি সুসমাচার বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ, এমনকি উদহারণ এবং দৃষ্টান্ত সমূহে বর্ণনাকৃত গল্পগুলিও যে কোন বয়সী সন্তানেরা মজা করে আগ্রহ সহকারে পাঠ উপভোগ করে। একমাত্র যোহন সুসমাচার একটু আলাদা বৈশিষ্ঠ্যের গভীরতা ব্যক্ত করে, তাই এই সুসমাচারটি সন্তানেরা বুঝবে না এই মনে করে পারিবারিকভাবে পাঠ করে তাদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরর গুরুত্বপূর্ন বাক্যের জন্য কৃতজ্ঞবোধ হতে উৎসাহ দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই পাঠাংশ বুঝতে বা উপভোগ করতে পারি। তাই নিজেদের ও সন্তানদের জন্য এই সুসমাচারটি পাঠকালে আমরা একটু সৃষ্টিশীল হই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনচারণের মূল চাবি কাঠি, আর্শ্চয্য ক্ষমতা ও মূল্যবান শিক্ষাগুলির গভীরে যেতে এই উপায়গুলি অবলম্বন করে।

- ✓ সন্তানেরা পাঠাংশটিতে ঠিকমত মনোযোগ দিচ্ছে কিনা সেটি চিহ্নিত করতে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিন পাঠকালে পাঠাংশ থেকে কে কয়টি আর্শ্চয্য কাজ, অথবা কয়টি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, ইত্যাদি শুনেছে সেই সংখ্যার যেন নোট করে।
- ✓ পাঠাংশ থেকে কয়টি আশ্চর্য্য কার্যের অথবা উদাহরণ ও দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার অভিনয় করে দেখাতে শেখান।
- ✓ বেশী বয়সী বা বুঝের সন্তানদের জন্য পাঠাংশের সঙ্গে ক্রসরেফারেন্স হিসেবে পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকের অধ্যায় বা পাঠ বের করে ব্যাখ্যা করতে বলুন যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বে কথিত বা ভাববানীর সঙ্গে তাঁর সময়কার ঘটনাবলীর হুবহু মিল বা সম্পর্ক।

- ✓ বয়সী সন্তানদের বলুন তারা যেন যীশু খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী সম্বলিত ঘটনাবলী বা গল্প বা দৃষ্টান্ত শোনার পর এসবগুলির পেছনে বা গভীরে যে মর্ম আছে সেই বিষয় চিন্তা করে এবং পাঠ শেষ হওয়ায় পর তাদেরকে ব্যাখ্যা করে শোনাতে বলুন।

- ✓ যোহন সুসমাচার একই ধরনের ভাবধারা বা বিষয়ের যেমন স্বয়ং যীশুর উক্তি "আমিই হচ্ছি ---" এসবগুলি দিয়ে একটি স্তম্ভকার তৈরী করতে বলুন সন্তানদের এবং পাঠ শেষে এক একটি করে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিন যীশু খ্রীষ্ট সর্ম্পকে কি ব্যক্ত করে।

- ✓ যোহন সুসমাচারে ৮টি চিহ্ন কার্য বা আর্শ্চয্য কাজ বর্ণিত হয়েছে বয়সী সন্তানদের সেগুলি লিষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে বলুন কেন যোহন আটটি চিহ্নকার্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? এর পেছনে কোনটির কি আর্ন্তনিহিত গভীরতা আছে? এগুলি কি প্রভু যীশু সর্ম্পকে কোন সত্য ব্যক্ত করে?

পত্রাদি (Letters)

বয়স্কদের জন্য পৌলের লেখা বা পিতরের এবং অনান্যদের লেখা পত্র (পাঠ করে তার মর্ম বোঝা তেমন কোন কঠিন বিষয় নয় যেহুতু কিনা বড়রা বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার, ষ্টাডি, বাইবেল স্কুল, বিভিন্ন বক্তার ব্রাদারদের একসরটেশন শোনার সুযোগ পেয়ে শাস্ত্র সর্ম্পকে সমৃদ্ধময় জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে ইতিমধ্যে-সুসমাচার বার্তার মূল বক্তব্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ, পূণরুত্থান, স্বর্গরোহনের প্রকৃত অর্থ, পুরাতন নিয়ম কিভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে এসব কিছু বিবেচনা করত; আমাদের কিভাবে জীবনধারণ করা উচিৎ, ব্যক্তিগতভাবে অথবা মন্ডলীগতভাবে ইত্যাদি আমরা বড়রা কমবেশী বোধগম্য করতে পারি।

অপরদিকে অল্প বা উঠতি বয়সী সন্তানদের পক্ষে বিভিন্ন পত্র লেখকের পত্র লেখার উদ্দেশ্য বা সারমর্ম সঠিকভাবে বোধগম্য হবে না, যেভাবেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হোক না প্রকৃত অর্থে তার কখনই সুক্ষ পার্থক্য বিবেচনা করতে সক্ষম হবেনা তাদের কাছে এটাই মনে হবে যে, প্রয়োজনে পত্র দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে বিশেষ সংবাদ বা বার্তা পৌঁছান হয়েছে। হয়তোবা কারোর কাছে প্রথমবার শোনার পর মনে থাকবে কিন্তু যেই মাত্র তারা দ্বিতীয় দিনে আরাকজন প্রেরিতের পত্র নিয়ে আলোচনা শুনবে তখন প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টা মিলে ঝুলে গোলমেলে মনে হবে তাদের। পিতরের বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, (২য় পিতর ৩ঃ১৬ পদ) পৌল কর্তৃক লিখিত অনেক পত্রের মর্ম বোঝা সকলের পক্ষে সহজ নয়, "আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন, তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বোঝা কষ্টকর--- অন্য সমস্ত শাস্ত্র লিপি কিরুপ অর্থ করে --- বিনাশার্থে করে।" তাই হয়তো বা পাঠকালে পাঠাংশের অর্থ নিয়ে যাতে কোন তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি না হয় এবং সন্তানদের কাছে তার বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় সেটি এড়িয়ে চলতে কিছু ভাল চিন্তা ভাবনা নিয়ে অন্য পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা উচিৎ পাঠটিকে সকলের কাছে ফলপ্রসূ করতে। যেমন-

- ✓ সেই সময়ে প্রযোজ্য বা স্থানগুলির সাথে মিল রয়েছে এমন একটি ম্যাপের সাহায্য নিন পাঠকালে পাঠাংশটিতে যে স্থানের উদ্দেশ্য পত্রটি লেখা হয়েছে সেটি চিহ্নিত করুন প্রথমে। প্রেরিতদের কার্য বিবরণী থেকে প্রেরিতরা যে সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ম্যাপের বর্ননায় এবং বাইবেল ডিকশনারীতে বর্ননীয় সেই স্থানের লোক সংখ্যার বিবরণ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ সর্ম্পকিত কি ব্যাখ্যা দেয়? এই সকল ব্যাখ্যা ও বিবরণ থেকে কি আমরা সেই পত্রে বর্ননাকৃত মন্তব্যের কোন মিল খুঁজে পাই?
- ✓ প্রতিটি পত্রের নির্দিষ্ট বিষয় বা সার কথাকে চিহ্নিত করা উচিৎ প্রথমে; অতঃপর যে কোন একটি শব্দ যার দ্বারা বাক্য বা বিষয়বস্তু জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন- "করুণা", "অনুগ্রহ" অথবা "ব্যবস্থা" ইত্যাদি শব্দগুলিকে অল্প বয়সী সন্তানদের বলুন পাঠাংশটি পাঠকালে যতবার তারা শুনতে পায় তারা যেন চিহ্নিত করে এবং সংখ্যাগুলি নোট রাখে। বিভিন্ন পত্রে যেমন-
    - o "আনন্দ" বা "উল্লেসিত" শব্দ ফিলিপীয় পত্রে।
    - o ইফিষীয় পত্রে "খ্রীষ্টেতে" অথবা "তাঁহাতে"।
    - o ২য় করিন্থীয় পত্রে "করুনা" বা "অনুগ্রহদান"।
    - o "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনারগমনের" বিষয় থিষলনিকীয় পত্রে।
- ✓ কোন কোন পত্র যেমন ২য় করিন্থীয় পত্রটি বিশেষ করে "সাধারণ ভাষায়" (Common Language), বা অন্য আরেকটি অনুবাদ একত্রে একটির পর আরেকটি উচ্চস্বরে দুটি অনুবাদই পাঠ করে এই পত্রের সারবস্তু পাবার বা বোঝার চেষ্টা করা যায়।
- ✓ সন্তানদের উৎসাহিত করে পাঠাংশ থেকে বাস্তবসম্মত শিক্ষা, আদেশসমূহ চিহ্নিত করার পর এবং সকলে মিলে আলোচনা ও মত বিনিময় করতে কিভাবে নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলি প্রয়োগের প্রয়াস নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন।

<u>প্রকাশিত বাক্য (Revelation)</u>

পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের গ্রন্থ বা পুস্তকগুলি যে পদ্ধতিতে সন্তানদের উপযোগী করে পাঠ ও ব্যাখ্যা করার বিষয়ে বলা হয়েছে সেই একই প্রসঙ্গ টেনে প্রকশিত বাক্যের পাঠে ফলপ্রসূ করা যায়। যদিও এই পুস্তকটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তারপরও সন্তানদের কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপভোগ্য ও পাঠযোগ্য করে তোলা সম্ভব। একটি বিষয় অবশ্যই আমাদের মনে রাখা উচিৎ অনেকেই প্রকাশিত বাক্য পড়ার সময় এটির বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা না করে তথ্য নির্ভর বিষয়সমূহ নিয়ে বাকবিতন্ডা বা যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়। আমাদের সন্তানেরা এরুপ বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সম্মূখীন হয়, সেটি আমরা কখনই চাইবো না যে আমাদের সন্তানগণ শাস্ত্রের কোন অংশেরই অপব্যাখ্যা শুনুক বা জানুক।

যদি তাদেরকে অল্প বয়স থেকেই আমরা শাস্ত্রের যে কোন অংশের বা এই প্রকাশিত বাক্যের মূল বার্তাসহ অর্ন্তনিহিত সত্য সর্ম্পকে প্রাথমিক ধারণা দিতে সক্ষম হই, তাহলে অবশ্যই তারা বড় হয়ে যখন শুনবে সেই ধরণের তথ্য নির্ভর ছাড়া অপ্রাসঙ্গিক, অলিক চিন্তাধারার বক্তব্য তখন তাদের বেশী মানসিক চাপ বা দাগ পড়বে না। তারা সেই পরিণত বয়সে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিপক্কতা দিয়ে যে কোন অতিরঞ্জিত বা ঘোরানো ব্যাখ্যা থেকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বা মর্ম বুঝে নিতে সক্ষম হবে। যাহোক সন্তানদের উপযোগী এবং উপভোগ করার জন্য প্রকাশিত বাক্যের পাঠাংশের সময় নিম্নের বিষয়গুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

- ✓ পাঠাংশ পাঠকালে সন্তানদেরকে এক একটি প্রতীকের প্রতিরুপ প্রতীকটি খুঁজে বের করতে বলুন। যেমন- খাঁটি ও বিশুদ্ধ বস্তু এবং অশুদ্ধ ও অমলিন বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্য - মেষশাবক তথা অদ্ভুত পশু বা জন্তু, কনে/বধু তথা বেশ্যা, ব্যাবিলন তথা যেরুশালেম ইত্যাদি অবশেষে সেই সকল অমলিন, অশুদ্ধ বস্তুর বা স্থানগুলির পরিণতি কি হয়েছিল অপরদিকে বিশুদ্ধ/খাঁটি বস্তুর বা পবিত্র স্থানগুলির অবস্থা কি হয়েছিল?
- ✓ ঈশ্বরের রাজ্যের চিত্র বা কাল্পনিক রাজ্যের বর্ননায় কি ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?
- ✓ ঈশ্বরের রাজ্য সর্ম্পকে কি ধরনের অলীক বা অলৌকিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?
- ✓ একই বাক্যের পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধতা খুঁজে সন্তানদের বের করে নোট করতে বলুন; যেমন- "যাহার কান আছে; সে শুনুক" ইত্যাদি ইত্যাদি-----। সাতটি মন্ডলীর নিকটে প্রভু যীশুতে শেষ পর্যন্ত যাহারা বিশ্বস্ত থাকবে তাদের জন্য কি পুরস্কার।
- ✓ অল্প বয়সী সন্তানদেরকে এভাবেও উৎসাহিত করা যায় যে, বয়স্কদের যে কেউ যখন পাঠাংশ পাঠ করে তখন সন্তানদেরকে পাঠ করা থেকে বিরত রেখে বড়দের পাঠ শুনে শুনে পাঠংশ থেকে এমন বস্তু অংকন করা যায় সেগুলি অংকন করতে বলুন।
- ✓ সন্তানদেরকে শাস্ত্রীয় পদগুলি, কোন স্থানের পদ বা অধ্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বলুন। উৎসাহ করুন পাঠাংশ থেকে এই বিষয় যেমন- অদ্ভত পশু বা কিম্ভুতাকার জন্তু, ঝাড়বাতি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রং পেনসিল ব্যবহার করে অংকন করতে।

"ঈশ্বর নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষা, অনুযোগের, সংশোধনের ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী" (২য় তিমথীয় ৩ঃ১৬ পদ)

লেখিকা- শ্যালী জেফ্‌রিস

অনুবাদিকা-ডরোথী দাশ বাদলু

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল ষ্টুডেন্টস্ কর্তৃক মুদ্রিত
পিঃও বক্স ৯০৫২,বনানী, ঢাকা-১২১৩ বাংলাদেশ
তবি, ৩২১ যোধপুরপার্ক, কোলকাতা-৭০০০৬৪ পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

পারিবারিক বাইবেল পাঠ

Family Bible Reading

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**